NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সিএএ বিরোধিতা ‘বৃহত্তর বাংলাদেশ’ গঠনের চক্রান্ত!

মানুষের ভালোবাসার জন্যই রাজনীতিতে আসা: দেব ৫

কলকাতা ১৫ মার্চ ২০২৪ ১ চৈতর ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.3.2024, Vol.17, Issue No. 273, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

গুরুতর জখম মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ির চত্বরে হাঁটার সময় পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে নিজের বাসভবনে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান মমতা। তাঁর কপালে চোট লাগে। কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রীর রক্তাক্ত অবস্থার ছবি পোস্ট করা হয়। এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, মমতার কপালের ঠিক মাঝখানে কেটে গিয়েছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে নাকের পাশ দিয়ে ঠোঁট ছুঁয়ে গলা পর্যন্ত নেমেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কপালে সেলাই করা হয়েছে বলে খবর। রপরই, হুইল চেয়ারে এসএসকেএম থেকে বার করে মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। পাশে ছিলেন অভিষেক ও অরূপ বিশ্বাস। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছিল, কপালে গভীর ক্ষত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন বেশ কিছু ক্ষণ। একাধিক পরীক্ষা করা হয়। সেলাই করা হয় কপালে। আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডল থেকে মমতার কপাল ফেটে যাওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়। প্রকাশ্যে আসা সেই ছবিতে মমতাকে আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গিয়েছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী সংজ্ঞাহীন নেই। তাঁর জ্ঞান রয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন চিকিৎসকেরা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাসভবন চত্বরে হাঁটছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই সময়েই কোনও ভাবে পড়ে যান তিনি। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাওয়ায় কপালে চোট পান। গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। প্রথমে তাঁকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে সসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা দেখেই কপালে সেলাই করতে হবে বলে জানিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মমতাকে উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। তাঁর ক্ষত বেশ গভীর। তবে রক্ত বন্ধ করা গিয়েছে। এমআরআই, সিটি স্ক্যান করানো হবে। একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে সিটি স্ক্যান করার পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর খবর নিতে হাসপাতালে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইটে লেখেন, ‘‘মমতাদি আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।’’

সিএএ বলবৎ-এ রাজ্যগুলোর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন অমিত শাহর

তোষণের রাজনীতি করা হচ্ছে বলে তোপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: বাংলায় সিএএ চালু করতে দেব না। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বলবৎ হওয়ার পরেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সুর শোনা গিয়েছিল তামিলনাড়ু ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও। কিন্তু তাঁদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্য সরকারগুলো আদৌ আইন বলবৎ করার বিষয়টি আটকাতে পারে কিনা, সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি।

২০১৯ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন আনে কেন্দ্রের মোদি সরকার। উদ্দেশ্য, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে নির্যাতিত অ-মুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া। তবে করোনার জেরে তা বলবৎ করা যায়নি প্রায় ৪ বছর। লোকসভা ভোটের আবহে গত সোমবার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সিএএ চালু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তার পরেই একের পর এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ঘোষণা করেন, তাঁদের রাজ্যে কিছুতেই সিএএ কার্যকর হবে

না। বঙ্গবাসীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ‘অনেকেই সিএএ আদতে ঠিক কী, তা বুঝতে পারছেন না। সেই কারণেই খুশি হচ্ছেন, আনন্দে মাতছেন। আদতে গোটাটাই কেন্দ্রের ভোট লুটের ফাঁদ! যে ফাঁদে পা দিলে বিপদে পড়বেন বাংলার বহু মানুষ। হারাবেন ঘর-বাড়ি।’

লাগাতার বিরোধীদের সমালোচনার পরে বৃহস্পতিবার একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন অমিত শাহ। সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোষণের রাজনীতি করছেন বলে তোপ দাগেন। তাঁর কথায়, ‘জাতীয় সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রাজনীতি করছেন। মানুষ কখনই পাশে থাকবেন না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করছি, তিনি দেখান সিএএ-র কোন ধারা নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আবারও আশ্বাস, এই আইনের জেরে কেউ নাগরিকত্ব হারাবেন না। কারণ এটা নাগরিকত্ব কাড়ার নয়, নাগরিকত্ব প্রদানের আইন। সংবিধান অনুযায়ী, এই আইন কার্যকর না করার কোনও কারণ নেই।

ওই সাক্ষাৎকারেই শাহের প্রশ্ন, সিএএ বলবৎ না করার অধিকার রয়েছে কি রাজ্য সরকারগুলোর কাছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সিএএ প্রত্যাহারের কোনও সুযোগই নেই। আসলে তোষণের রাজনীতি করছে দলগুলো। ওরা নিজেও জানে যে সিএএ বলবৎ না করার অধিকার নেই ওদের হাতে। এটা পুরোটাই কেন্দ্রীয় ইস্যু। সংবিধানের ১১ নং ধারা অনুযায়ী, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সমস্ত আইন তৈরির অধিকার রয়েছে কেন্দ্রের হাতেই। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের কোনও এক্রিয়ার নেই। কিন্তু তোষণের রাজনীতি করতে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে তারা।’ শাহের অনুরোধ, নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে সব রাজনৈতিক দলগুলোই সিএএ বলবৎ করতে সহযোগিতা করুন।

‘আজ খুঁটিপুজো করলাম, বিসর্জন মে মাসের শেষে’

ময়নাগুড়ি থেকে বিজেপিকে বিদায়ের বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১০ তারিখ ব্রিগেডে হয়েছিল তৃণমূলের ‘জনগর্জন সভা’। সেখান থেকে রাজ্যের ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার পর থেকেই প্রচারে নেমেছেন প্রার্থীরা। আর সেই জনগর্জন সভার সম্প্রসারণ হিসেবে রাজ্যের ৫ জায়গায় আরও পাঁচটি জনসভা করছেন অভিষেক। ১৪ মার্চ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে সেই সভা শুরু করলেন তিনি। আর ময়নাগুড়ির সভা থেকেই বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজালেন। বললেন, ‘আজ খুঁটিপুজো করলাম, বিসর্জন মে মাসের শেষে।’ তাঁর এই বার্তা থেকেই স্পষ্ট, উনিশের লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি আসন থেকে যেভাবে গেরুয়া শিবিরকে ঢেলে ভোট দিয়েছে, এবার তাঁদের থেকেই জনসমর্থন চাইলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকসভা ভোটের আগে গত সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে প্রচার সেরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৯ তারিখ শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে এসে সেখান থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগেছেন মোদি। পরের সপ্তাহে

ময়নাগুড়ি গিয়ে তার জবাব দিলেন অভিষেক।

ময়নাগুড়ির ‘জনগর্জন সভা’ থেকে অভিষেক বললেন, ‘কার গ্যারান্টি নেবেন? আমি এক কথার ছেলে। কথা দিয়ে কথা রাখি’। তাঁর বক্তব্য, ‘কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। অমিত শাহের ডেপুটি। সেখানকার ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার শ্রমিকের টাকা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। নিশীথ কি একটাও চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রকে? জলপাইগুড়ির সাংসদও কি একটাও চিঠি দিয়েছেন? শ্রমিকদের টাকা আটকে। এই জন বার্লা, মনোজ টিগ্গারা কি কোনও চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে? এই টাকা খেটে খাওয়া মানুষদের টাকা। আপনি পারবেন বাড়িতে কাউকে কাজ করিয়ে টাকা না দিতে?’

অভিষেকের আরও বক্তব্য, ‘২০১৯এ যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন, এতজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন, তাঁরাই ২০২১ সালে লদীর ভান্ডার দেখে ভোট দিয়েছেন তৃণমূলকে। লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছেন তো। ২০২৪ সালে যাঁকে ইচ্ছা ভোট দিন, নিজের অধিকার সামনে রেখে দিন।’ বিজেপিকে ফের ‘বহিরাগত’ বলে তোপ দেগে তাঁর খোঁচা, ‘যাঁরা আপনাদের মনের ভাষা বোঝে না, মুখের ভাষা বোঝে না, তাঁদের ভোট দিয়ে কী হবে?’

সন্দেশখালিতে তদন্তে গেল ইডি, তল্লাশি চলল মাছের বাজারেও

বাজেয়াপ্ত শাহজাহানের একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিঘার পর বিঘা জমির পর এবার শাহজাহানের দুটি বিলাসবহুল গাড়ির হদিশ পেল ইডি। এক ঘনিষ্ঠের গোডাউনের আড়াল করা হয়েছিল এই গাড়ি, এমনটাই খবর। এদিন শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির-সহ সভাপতির বাড়িতে হানা দেয় ইডি। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে শাহজাহানকে নিজেদের হেপাজতে পেয়েছে সিবিআই। শাহজাহানকে জেরা করে তাঁর গতিবিধি বুঝতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ইডি আধিকারিকরা সরবেড়িয়ার একাধিক জায়গায় হানা দেয়। সরবেড়িয়ায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মোসলেম শেখের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। তাঁর গোডাউনেই মেলে শাহজাহানের একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি। জানা গিয়েছে, ওই গাড়িগুলো খোলার জন্য মেকানিক ডাকা হয় ইডির তরফে। লক ভেঙে গাড়ি দুটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। তদন্তের স্বার্থে খতিয়ে দেখা হবে গাড়ি দুটি।

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্তের সূত্রে সন্দেশখালির একাধিক জায়গায় হানা দিলেন ইডি আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানকার অন্তত তিনটি জায়গায় পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। ধামাখালির কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজার ঘিরে রেখে তল্লাশি চলে। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার নজরুল মোল্লার বাড়িও পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকেরা। বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। প্রসঙ্গত, রেশন বণ্টন মামলাতেও শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি অভিযান শুরুর আগেই সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বড় একটি দল মূল রাস্তা ঘিরে ফেলে। নদীর পারও ঘিরে ফেলেন বিএসএফ জওয়ানেরা। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালির মোট তিনটি জায়গায় একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হয়। যে বাজার ঘিরে রেখে তল্লাশি চলে, সেখানে কাঁকড়া, চিংড়ি মাছের পাইকারি ব্যবসা চলত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মাছব্যবসায়ী ছাড়াও ইমারতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চলে। ইডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যবসায় ‘অনিয়ম’ নিয়ে তারা নতুন একটি ইসিআইআর বা অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার তদন্তে হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ মোট ছ’জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা। তল্লাশি চালানো হয় ‘শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ’ বেশ কয়েক জন মাছ ব্যবসায়ীর বাড়িতেও। ইডি সূত্রেই জানা যায়, এই ব্যবসায়ীদের কয়েক জন শাহজাহানের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, মাছের ব্যবসায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করা হয়েছে।

দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও জ্ঞানেশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: নির্বাচন কমিশনের জোড়া শূন্যপদে দুই আমলাকে নিয়োগ করা হল। দেশের দুই নির্বাচন কমিশনারের পদে এলেন সুখবীর সিং সান্ধু এবং জ্ঞানেশ কুমার। এই দুই শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের কমিটি। লোকসভার বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা হিসাবে কমিটিতে রয়েছেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীও। বৃহস্পতিবার দুপুরে

ইলেক্টোরাল বন্ডের তথ্য প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আগেই নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগেই যাবতীয় তথ্য কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ১৫ মার্চ বিকেল পাঁচটার আগেই ওই তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। সেই ডেডলাইন শেষের আগে সামনে এল ওই তথ্য।

তিনিই দেশের নতুন দুই নির্বাচন কমিশনারের নাম প্রকাশ্যে আনেন। মোদি এবং অধীর ছাড়াও বাছাই সংক্রান্ত কমিটির তৃতীয় সদস্য হিসাবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েলের ইস্তফার পর ৩ সদস্যের কমিশনের দুটি পদই ছিল শূন্য। তড়িঘড়ি সেই শূন্যপদ পূরণ করে দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কমিটি। যদিও কংগ্রেস নেতার দাবি, সরকার এক তরফাভাবে কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা যায় না। এই দুজন কমিশনার পদে দায়িত্ব নিলে দীর্ঘদিন বাদে কমিশনের ফুল বেঞ্চ একসঙ্গে কাজ করবে। ভোট ঘোষণার আগে যা ভীষণ জরুরি।

‘এক দেশ এক ভোট’ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট দিল কোবিন্দ কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দিল, ‘এক দেশ এক ভোট’ (ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন) নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদি সরকারের গড়া কমিটি। বৃহস্পতিবার ওই কমিটির প্রধান তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদীর হাতে রিপোর্টটি তুলে দেন। সেখানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ কমিটির অন্য সদস্যরা।

চলতি সপ্তাহেই লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে। তার আগে এই পদক্ষেপ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন। কারণ, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ বিরোধী দলগুলি গোড়া থেকেই ‘এক দেশ এক ভোট’ পদ্ধতির সমালোচনায় মুখর। তাদের মতে, এই নীতি নিয়ে মোদি সরকার ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ধাঁচের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিপন্থী বলেও বিরোধী নেতৃত্বের অভিযোগ।

বিশেষত বিজেপি-বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির আশঙ্কা, ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি কার্যকর হলে লোকসভার ঢেউয়ে বিধানসভাগুলি ভেসে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, সাংসদ এবং বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটুকু বৈচিত্রের সম্ভাবনা রয়েছে, বিজেপির আগ্রাসী প্রচারের মুখে তা ভেঙে পড়বে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বিজেপির অঙ্ক হল, শুধু লোকসভা ভোট হলে বিরোধী দলগুলির পক্ষে আসন সমঝোতা করা সহজ হবে। কিন্তু একই সঙ্গে বিধানসভা ভোট জুড়ে দিতে পারলে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগী আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধ অনিবার্য।

বিরোধীদের একাংশের আশঙ্কা, পরবর্তী পর্যায়ে এই নীতিতে হেঁটে রাজ্য নির্বাচন কমিশনগুলিকে কার্যত ক্ষমতাহীন করে দিয়ে পঞ্চায়েত-পুরসভা ভোটকেও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ সংক্রান্ত মামলায় ধাপে ধাপে উপত্যকার পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভার ভোটের আয়োজনের কথা বলেছে মোদি সরকার। তা ছাড়া, ‘এক ভোট’ ব্যবস্থা চালুর পরে কেন্দ্রে বা কোনও রাজ্যে পাঁচ বছরের আগেই নির্বাচিত সরকার পড়ে গেলে কী হবে, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও।

যদিও লোকসভা ভোটের সঙ্গেই সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট সেরে ফেলার পক্ষে মোদি সরকারের যুক্তি হল, এতে নির্বাচনের খরচ কমবে। একটি ভোটার তালিকাতেই দু’টি নির্বাচন হওয়ায় সরকারি কর্মীদের তালিকা তৈরির কাজের চাপ কমবে। ভোটের আদর্শ আচরণ বিধির জন্য বার বার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না। নীতি আয়োগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশনও এই ভাবনাকে নীতিগত সমর্থন জানিয়েছে বলে কেন্দ্রের দাবি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরেই মোদি ‘এক দেশ এক ভোট’ তত্ত্ব প্রকাশ্যে এনেছিলেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে হল নতুন সিলেবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এল নতুন সিলেবাস। সর্বভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন সিলেবাস। কী কী পরিবর্তন থাকছে, তা ঘোষণা করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তিনি জানান, মোট ৬২ টি বিষয়। তার মধ্যে ৪৯টার সিলেবাস পরিবর্তন হচ্ছে। ১৩ টি ভোকেশনাল সাবজেক্টের সিলেবাস পরিবর্তন হয়নি। ১১ বছর আগে শেষ সিলেবাস সংশোধন হয়েছিল। প্রজেক্ট, ইন্টারশিপ সংযুক্ত হচ্ছে নতুন সিলেবাসে। প্রত্যেক বছর প্রতিটি বিষয়ের পড়াশোনার জন্য স্কুলে ২০০ ঘণ্টা নির্ধারিত। প্রথম সেমিস্টারের জন্য ১০০ ঘণ্টা পড়াশোনা। দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য ৮০ ঘণ্টা। আর ২০ ঘণ্টা ‘রেমিডিয়াল ক্লাসে’ অথবা হোম ‘অ্যাসাইনমেন্টের’ জন্য। এর মধ্যেই থাকবে প্রজেক্ট ও ইন্টার্নশিপও। নতুন শিক্ষানীতিতে সেমিস্টার সিস্টেম হচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হচ্ছে। ২০২৫-২৬-এ উচ্চ মাধ্যমিক হবে এই সেমেস্টার পদ্ধতিতে। প্রত্যেক স্কুলকে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সামার ক্যাম্প করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তাতেও সময় নির্ধারিত করে দেওয়া থাকবে। একাদশ শ্রেণিতে যে দুটি পরীক্ষা হবে, তা গণ্য হবে প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার হিসাবে। আর দ্বাদশ শ্রেণিতে যে দুটি পরীক্ষা হবে, তা গণ্য হবে তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টার হিসাবে। ৭০ নম্বর লিখিত, ৩০ নম্বর প্র্যাকটিক্যাল থাকবে। প্রত্যেক সেমেস্টারের জন্য বরাদ্দ ৩৫ নম্বর। দুটো সেমেস্টারে মিলিয়ে ৭০। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা একবারই, সেটা হবে লিখিত পরীক্ষার শেষে। প্র্যাকটিক্যাল না থাকলে ৮০ নম্বর লিখিত পরীক্ষা হবে। ২০ নম্বর প্র্যাকটিক্যাল। ৭০-এ পরীক্ষা হলে ২১ পেলে পাশ বলে বিবেচিত হবে। ৮০ নম্বরের মধ্যে ২৪ পেলে পাশ বলে গণ্য করা হবে। একাদশের পরীক্ষার দায়িত্ব স্কুলের। রুটিন করে দেবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টার হবে ওএমআর শিটে। ‘কমন’ অর্থাৎ একই অ্যাডমিট কার্ডে দ্বাদশ শ্রেণির থার্ড ও ফোর্থ সেমেস্টার হবে। ওড সেমিস্টার অর্থার প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টার (একাদশের প্রথম ও দ্বাদশের তৃতীয়) হবে নভেম্বর ও ‘ইভেন’ সেমিস্টার অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ (একাদশের দ্বিতীয় ও দ্বাদশের চতুর্থ) সেমিস্টার হবে মার্চে। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারে শূন্য পেলেও পরের সেমেস্টারে বসা যাবে। বাংলাতে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হয়েছে। গদ্য ও পদ্য পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীজাতর কবিতা পড়ানো হচ্ছে। সঙ্গে থাকছে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের বিদেশনীতি পরমাণুনীতি। গুজরাতি, ফরাসি, পঞ্জাবি- এই তিনটি বিষয় বাদ দেওয়া হচ্ছে। কারণ, পড়ুয়ার সংখ্যা ১০-এর কম। প্রত্যেকটি সেমিস্টারের জন্য নির্ধারিত সময়, ফার্স্ট সেমেস্টার , ১ঃ৩০ ঘণ্টা, দ্বিতীয় সেমেস্টার- ১ঃ৩০ ঘণ্টা, তৃতীয় সেমেস্টার , ১ঃ৩০ ঘণ্টা, চতুর্থ সেমেস্টার- ২ ঘণ্টা।

দাম কমল পেট্রোল-ডিজেলের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাল কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে এই নতুন দাম বলবৎ হবে বলে খবর। এর আগে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা করে কমিয়েছিল কেন্দ্র। এবার জ্বালানির দাম ২ টাকা করে সস্তা করার কথা ঘোষণা করা হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪০ নং এফিডেভিট বলে Ratan Chandra Paul S/o. Sudhir Chandra Paul ও Ratan Chandr Paul S/o. Ratan Chandr Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Sadikulla Sekh S/o. Sekh Noor Ali Hafaj ও Sk. Sadikulla S/o. Sekh N. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৩৮ নং এফিডেভিট বলে Payel Kundu W/o. Sandip Kundu ও Payel Nandi D/o. Uday Kumar Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪৬ নং এফিডেভিট বলে Md Yeahia Mondal ও Mahammad Yeahia Mondal S/o. Ambia Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৯৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Nabotosh Mondal (old name) S/o. Jayanta Mondal R/o. Barasat, Ektarpur, Balagarh, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nabatosh Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nabotosh Mondal ও Nabatosh Mondal S/o. Jayanta Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujit Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Fanibhushan Sarkar ও Phani Bhusan Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫ নং এফিডেভিট বলে Surjakanta Mukhopadhyay S/o. Paresh Nath Mukhopadhyay ও Surya Kanta Mukhopadhyay S/o. P. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Chandra Saha ও Lt. A. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, "বঙ্গীয় তপসিলি জাতি ও আদিবাসি পারিষদ" এর সাধারন সম্পাদক, শ্রী অরোবিন্দ মল্লিক গত ইংরাজী ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে হুগলী জেলা জজ আদালতের এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর ৪০ নম্বর এফিডেভিট বলে ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত ভান্ডারহাটি মৌজায় জে.এল. নং-৮০, খতিয়ান নং-৫০০৭, দাগ নং-২৭৪, শ্রেনী-শালি, পরিমান-০.২৭ একর জমিটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাক্তি উক্ত জমিটি কিনিতে চান তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এক সপ্তাহের ভিতর উকিলবাবু মারফত বা নিজে সরাসরি এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। ৯৪৩৩৫৩৩৫৮৯।

গোরাচাঁদ মল্লিক,
উকিলবাবু
জেলা জজ্ আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী। ১৪-০৩-২০২৪

CHANGE OF NAME

I, Sunandita Banerjee Chakraborty, W/o, Koushik Chakraborty, Age 34 years, residing at 77/3 Netaji Subhash Road, Bhattacharya Garden, Near Milan Shishu Udyan, Sheoraphuli, Hooghly, West Bengal-712223, have changed my name from Sunandita Banerjee to Sunandita Banerjee Chakraborty. I hereby declare that Sunandita Banerjee & Sunandita Banerjee Chakraborty is same person vide Affidavit dated 13.03.2024 before Notary by Rekha Tewari.

নোটিশ

এতদ্বারা জানাইতেছি, আনুমানিক ০৪ কাঠা বাস্তু জমি তদুপরিস্থিত পুরাতন বাটী, মৌজা চন্দননগর, জে. এল. নং ১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৬৪, ২৬৫৫, ২৬৬৬, ৩৫৯০, ২৫৯১, ৩৫৮৯, দাগ নং ৮৬, হোল্ডিং নং ২৫৫ মানকুন্ডু স্টেশন রোড, থানা চন্দননগর জেলা হুগলী তে অবস্থিত বর্তমান মালিক অশোক কুমার দাস, অর্পিতা দাস, মৌমিতা দাস অদ্রিশ দাস, অভিশিখা দাস নিকট হইতে আমার মক্কেল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক কাহারও আপত্তি থাকিলে, উপযুক্ত তথ্যাদি সহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ না করিলে ভবিষ্যতে কোন আপত্তি গন্য হইবে না।

বাসুদেব গায়েন,
এ্যাডভোকেট
৫০/২ নেতাজী সুভাষ রোড,
শেওড়াফুলি হুগলী,
ফোন নং- ৯৮৩০৬৬০৬৯৫

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কে. এইচ. পি রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ডাইরেক্টর সোমিয়া তেবরিওয়াল তাহার অ্যারিজিনাল দলিল যাহাদের নং ৪২৩ অফ্ ১৯৯৭, ৪২৫ অফ্ ১৯৯৭, ৪২৬ অফ্ ১৯৯৭, ৪২২ অফ্ ১৯৯৭ এবং ৪২৪ অফ্ ১৯৯৭, যাহা এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা অবস্থিত, সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল ভবানীপুর থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ১০৮২ তারিখে ১৩/৩/২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।
এমতাবস্তায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়াথাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
Sd/-
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

PAPER PUBLICATION

It is hereby notified to all the public in general that **Swapan Kumar Pal**, Son of Late Bibhuti Bhusan Pal, permanent resident of 171, Benaras Road, P.O. – Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah- 711106 has died on 17/12/2023 and leaving him surviving his heirs and legal representatives his Wife, **Chaitaly Pal** and two daughters i.e., **Amrita Pal Basak** and **Eshita Pal,** all of 171, Benaras Road, P.O.- Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah- 711106 apart from these three persons there are no other heirs and legal representatives of Late Swapan Kumar Pal as duly sworn in Affidavit before the Notary Public at Howrah dated 21/02/2024.

Chaitaly Pal
W/o Lt. Swapan Kumar Pal

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipore
Succession Certificate
Case No. 34/2023
শ্রীমত্যা শোভারানী চক্রবর্ত্তী ...দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দুর্গাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, পিতা-৺আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সাং-তোড়াপাড়া, মেদিনীপুর শহর, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ইংরেজী ৩০/১২/২০১৯ তারিখে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। উক্ত মৃত ব্যক্তির দ্বারা গচ্ছিত নিম্ন তপশীলে বর্ণিত অর্থাদি তাঁহার ওয়ারিশ হিসাবে পাইবার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্তকারিনী অত্র নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিন মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্য দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ মতে কার্য্য করা যাইবে।

তপশীল

State Bank of India, Howrah Branch, 9, G.T. Road (South) Howrah, **S/B Account No.- 31031386678 of Durga Sankar Chakraborty (Deceased).** Gratuity, Provident Fund and Other Service benefit approximate **Rs. 17,00,000/- (Rupees Seventeen Lacks only)** with all dues which is lying above noted Branch of S.B.I.

অনুমত্যানুসারে
তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
তারিখ: ০২.০৩.২০২৪ **সেরেস্তাদার**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ ই মার্চ। শুক্রবার। ১ লা চৈত্র, ষষ্ঠ তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যার সমাধান। প্রবীন নাগরিকদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক সন্তানের মানবিকতায় দুঃশ্চিন্তা নাশ। ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। ব্যাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। গৃহবধূদের অতীব শুভ। বিদ্যাযোগের সমস্যা মুক্তির মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকা উচিত গুপ্ত শত্রুবিষয়ে। দুঃশ্চিন্তার অবসান। প্রবীনদের শুভ। প্রেমিক সম্পর্কে উন্নতি। ভুলবোঝাবুঝির সমাপ্তি দিন। পরিবারে সম্মান বৃদ্ধি। বাণিজ্যে অর্থ লাভ। নতুন কোন চুক্তির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্রঃ

মিথুন রাশি : তর্ক-বিবাদ-বিতর্ক। সঞ্চয়কৃত অর্থের ব্যায় কারনে মননে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ভালবাসার নৌকায় হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির কারনে-বিবাদ। বিদ্যার্থীদের নতুন কর্মের বিষয়ে ধৈয্য ধরতে হবে। পিতৃ সম্পর্ক আজ তিক্ততা আসবে। বান্ধব বেশে শত্রু। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্রঃ।

কর্কট রাশি : সুন্দর ব্যবহারের জন্যে বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রেমে সফলতা নিশ্চয়। কন্যা সন্তানের কোন গুপ্ত বিষয়ে হঠাৎ প্রকাশ্যে আসার কারনে ব্যায় বৃদ্ধি-দুঃশ্চিন্তা। শত্রু আজ নিষ্ক্রিয় হবে। আজ মন্ত্রঃ রামকৃষ্ণ মন্ত্র বা লোকনাথ বাবা মন্ত্রতে শুভ।

সিংহ রাশি : ধৈয্য ধরে সিদ্ধান্ত নিন। জটিলতা বৃদ্ধি হতে পারে। স্ত্রী-পুত্রসহ তিনমাথার বুদ্ধিতে অর্থ লগ্নি করুন, নয়তো অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, কর্ম প্রার্থীদের জন্যে শুভযোগ, লেখক, সাহিত্যিকদের জন্য শুভদিন। আজ মহামন্ত্রঃ কালী/তারা মন্ত্র।

কন্যা রাশি : বুদ্ধির দ্বারা, সাহসিকতার দ্বারা সমাপ্ত মুক্তির পথ বেরবে। যে প্রতিবেশীর আচরনে-দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই প্রতিবেশী আজ আপনার পাশে থেকে বান্ধব হবেন। প্রবীন সদস্যর পীড়া। মায়ের কথায় তর্ক-না করা, শ্রেয়। হঠাৎ ক্রোধবৃদ্ধি হলে অশুভ। আজ মহামন্ত্রঃ তারা মন্ত্র-দূর্গা মন্ত্র।

তুলা রাশি : সতর্ক থাকা উচিত। বিবাদ-বিতর্কের প্রবল সম্ভাবনা। কোন রান্না করা খাবার বিষয়ে মনকষ্ট। শ্বশুর বাড়ির কোন তার্কিক মানুষের জন্যে মন কষ্ট। প্রবীন নাগরিকদের পীড়া বিষয়ে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : জাতকের আজ অর্থ প্রাপ্তি, সম্মানপ্রাপ্তি, এক বৈভব-ধনী ব্যক্তির সাহচর্য্যে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। লগ্নীকরার আগে, সই করার আগে বুদ্ধির প্রয়োগ করুন। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

ধনু রাশি : পশু-পক্ষী বিষয়ে জন্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন, অথবা বাণিজ্য করেন তাদের শুভদিন। অর্থ প্রাপ্তি। শ্বশুর বাড়ির স্বজন, বান্ধব দ্বারা কোন নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে আপনার সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্রঃ তারা মন্ত্রে শুভ।

মকর রাশি : ব্যবসা বৃদ্ধি। বান্ধব দ্বারা নতুন কোন যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে দুঃশ্চিন্তা না থাকার কথা। যারা মেশিনারী, প্রিন্টিং, ছাপা, বিষয়ে কাজ করেন, বা পুস্তক প্রকাশনা করেন-তাদের সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্রঃ কালী-তারা মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু থাকছে। সংকল্প ফাঁস হয়ে পড়ছে। দেবদেবী তো অসাধ্য সাধন করবে-তাঁর প্রতি কায় মন বাক্যে ভক্তি করা উচিত। এক নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। মঙ্গলের কারনে কর্মযোগে বিহংবলা। দাম্পত্যে আজ ভুলবোঝাবুঝি মন্ত্রঃ শিব-তারা মন্ত্র শুভ।

মীন রাশি : মন বুঝে বান্ধব সংখ্যা বাড়িয়ে চলুন। গুপ্ত শত্রুর সংখ্যাও বাড়ছে। আজ অর্থ প্রাপ্তি। কোন স্থানে ভ্রমনের যোগ। বিদ্যাতে শুভ যোগ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র-দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের অব্যবহৃত টাকা দ্রুত খরচের নির্দেশ পূর্ত দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের অব্যবহৃত টাকা দ্রুত খরচ করতে রাজ্যের পূর্তদপ্তর জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রের বিশেষ সহায়তা তহবিল, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিকাঠামো তহবিল এবং আরআইডিএফ খাতের টাকা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খরচ করতে বলা হয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষের শেষ লগ্নেও পূর্ত দপ্তরের প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ১৮০০ কোটি টাকার মতো তহবিল অব্যবহৃত রয়েছে। তাই অর্থবর্ষের বাকি দিনগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থে চলা প্রতিটি প্রকল্পে দৈনিক অন্তত পাঁচ কোটি টাকা খরচ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা খরচ না-হলে, পরবর্তী অর্থবর্ষে এই খাতের পুরো প্রাপ্য রাজ্য পাবে না। ৩১ মার্চের পরও যত টাকা পড়ে থাকবে, আগামী অর্থ বছরে কেন্দ্র তার সমতুল অর্থ কম বরাদ্দ করবে। সেকথা মাথায় রেখেই যুদ্ধকালীত তৎপরতায় বরাদ্দ খরচের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী অর্থবর্ষে এই খাতে প্রায় ২,৮০০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। সমস্ত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সেটা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পুরোটা খরচ না-হওয়ায় ভয়ানক ক্ষুব্ধ রাজ্যের শীর্ষ মহল। এই বিষয়ে নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কাজে পিছিয়ে রয়েছে হুগলি, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান প্রভৃতি জেলা। তবে উত্তরবঙ্গে কাজের অগ্রগতিতে খুশি নবান্ন।

ব্লু স্টার লঞ্চ করল ১০০-র বেশি সাশ্রয়কর, প্রিমিয়াম মডেলের রুম এয়ার কন্ডিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন গ্রীষ্মকালের জন্যে ব্লু স্টার লিমিটেড বাজারে আনল রুম এসির নতুন এক সম্ভার। এর মধ্যে আছে একটা 'শ্রেণির সেরা সাশ্রয়কর' সম্ভার এবং একটা 'ফ্ল্যাগশিপ প্রিমিয়াম' সম্ভার। সব মিলিয়ে কোম্পানি ইনভার্টার, ফিক্সড স্পিড ও উইন্ডো এসির পুরো স্পেকট্রাম জুড়ে এবং সবরকম দামের ১০০-র বেশি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে সংস্থার তরফ থেকে। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের জন্য ইনভার্টার স্প্লিট এসি সেগমেন্টে তিনটে বিভাগ লঞ্চ করেছে। এগুলোর মধ্যে আছে ২-স্টার, ৩-স্টার ও ৫-স্টার বিকল্পে ফ্ল্যাগশিপ, প্রিমিয়াম ও সাশ্রয়কর সম্ভার।

শুক্রবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্লু স্টার লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি ত্যাগরাজন বলেন, 'রুম এসির বাজার এখন এক নতুন উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে এবং আগামী কয়েক বছরে বিপুল বৃদ্ধি পাবে। ইন্ডাস্ট্রির হিসাব বলছে এই বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এটা আমাদের পক্ষে এক বিরাট সুযোগ। কারণ আমাদের এসির ব্যাপারে ৮০ বছরের বেশি সময়ের পারদর্শিতা রয়েছে। আমরা অনুমান করছি আসন্ন গ্রীষ্ম প্রখর হবে এবং রুম এয়ার কন্ডিশনারের জোরদার চাহিদা থাকবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সমস্ত কনজিউমার সেগমেন্ট ও দামের দিক থেকে আমরা নজর কাড়ব।'

দুই উপনির্বাচন নিয়ে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: প্রয়াত হয়েছেন মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার প্রাক্তন বিধায়ক ইদ্রিস আলী। পদত্যাগ করেছেন বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়। এই দুই আসনে বিধানসভার উপনির্বাচন হবে আসন্ন লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গেই। এই দুই উপনির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের সঙ্গে জরুরি পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে এই বৈঠক বসবে। ইতিমধ্যেই এই দুই জেলার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। ওই বৈঠকের পরই এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, একইসঙ্গে হবে এই দুই বিধানসভার উপনির্বাচন।

ইফতারের রেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ৩৯ ওয়ার্ডের অভাবী মহিলাদের হাতে ইফতারের রেশন কিট তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সংগঠন সম্পাদক এবং সুফি হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি সোফিয়া খান, রাজ্যসভার সাংসদ মোহাম্মদ নাদিমুল হক, বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। এমএমআইসি আমিরউদ্দিন ববির উপস্থিতিতে ইফতার রেশন কিট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানত উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মোহতারমা রেহানা খাতুন, কাউন্সিলর নিজামউদ্দিন শামস প্রমুখ।

মধ্যমগ্রামের ধর্ষণকাণ্ডে সাজা বহাল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১১ বছর আগে এক ১৬ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল মধ্যমগ্রামে। ঘটনার পর ওই বছরেই পুড়ে মৃত্যু হয় কিশোরীর। সেই ঘটনায় বারাসত কোর্ট আগেই সাজা ঘোষণা করেছিল। পরে মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। এবার এই ভয়াবহ গণধর্ষণের ঘটনায় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সাজাই বহাল রাখা হয় কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে শুনানি চলছিল হাইকোর্টে।

গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনস কলকাতায় নিয়ে এল উন্নত হোম লকার, স্মার্ট ফগ,অ্যাকুগোল্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোদরেজ গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি, গোদরেজ অ্যান্ড বয়েসের একটি বিভাগ, গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনস, কলকাতার বাজারে নিয়ে এল তাদের সাম্প্রতিক উদ্ভাবনগুলি। যার মধ্যে এনএক্স প্রো প্লাস, এনএক্স অ্যাডভান্সড, ভার্জ সিরিজ এবং ড্রিম বক্সের প্রবর্তনের সঙ্গে কলকাতায় তার হোম লকার রেঞ্জের সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। একইসঙ্গে সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়, সিকিউর ৪.০ একটি আধুনিক ভারতীয় পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন প্রজন্মের নিরাপত্তার চাহিদা মেটাতে নতুন পরিসর তৈরি হয়েছে। এই কৌশলগত সম্প্রসারণের লক্ষ্য হল, আপগ্রেডেড নিরাপত্তা প্রদান করা এবং আগামী বছরে হোম লকার বিভাগকে আরও ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে শেষ ব্যবহারকারীদের সুবিধা বৃদ্ধি করা।

এদিন গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশন-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিজনেস হেড পুষ্কর গোখলে জানান, 'গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনস-এ আমাদের যাত্রা উদ্ভাবনের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের গ্রাহকদের পরিবর্তিত নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কথাই সংস্থার তরফ থেকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গেএও জানান, হোম লকার', 'স্মার্ট ফগ' এবং 'অ্যাকুগোল্ড' গোল্ড পিউরিটি টেস্টিং মেশিনের নতুন পরিসরের লঞ্চ নিরাপত্তা সমাধানে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের সিকিওর ৪.০ উদ্যোগের অংশ হিসাবে এই যুগান্তকারী পণ্যগুলিকে উপস্থাপন করতে পেরে আত্মবিশ্বাসী যে এটি জুয়েলার্স সহ আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।'

আদালতের সম্মতি পেতেই মিছিল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পরই রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিছিল শুরু হল। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় হাওড়া রেল মিউজিয়াম থেকে শুরু হয় মিছিল। নবান্নের সামনে ডিএ আন্দোলনকারীদের মিছিল শেষ হয়।

ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে হাওড়া রেল মিউজিয়াম থেকে নবান্ন পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটি। বুধবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ডিএ আন্দোলনকারীদের মিছিলে অনুমতি দেন। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। শর্তসাপেক্ষে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'মিষ্টি দই, লুচি, আলু পোস্ত বাংলার সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। একইভাবে জনসভা, মিছিলও এই সংস্কৃতির অঙ্গ। এখানকার সবাই জন্মগত যোদ্ধা।' আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সারি দিয়ে মিছিল করতে হবে। মিছিলের শেষে শুধুমাত্র একজনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। মিছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ করতে হবে। মিছিল কোথাও দাঁড়িয়ে যেন না পড়ে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

বালিগঞ্জ থেকে নিখোঁজ এক ব্যবসায়ীর ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বালিগঞ্জ থেকে উধাও ব্যবসায়ী পুত্র। এ বিষয়ে বালিগঞ্জ থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী এজেসি রোডের উপর একটি বহুতল অভিজাত আবাসনের বাসিন্দা। ব্যবসায়ীর ২২ বছরের ছেলেকে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে ব্যবসা দেখতে বলা হয়। কিন্তু ব্যবসার দিকে তাঁর মন ছিল না। পরিবারের লোকেরা পুলিশকে জানিয়েছেন, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল ওই যুবকের। সম্প্রতি তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি। ব্যবসায়ীর পরিবার নিজেদের পরিচিত ও ছেলের বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজখবর চালায়। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত যুবকের অভিভাবকরা বালিগঞ্জ থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, যুবকের মোবাইল ফোন বন্ধ। তাঁকে পরিচিত কেউ ডেকে নিয়ে গিয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভবানীপুরের ব্যবসায়ীকে নিমতায় নৃশংসভাবে খুন কবা হয়েছে। খুনের পর দেহ ট্যাঙ্কের তলায় পুঁতে সিমেন্টিং করে দিয়েছিল অভিযুক্ত। সেই ঘটনার পুরোপুরি রহস্যভেদ এখনও সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে ব্যবসায়ী পুত্রের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা চিন্তা বাড়িয়েছে পুলিশের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ মার্চ ২০২৪ ১ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার

বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন অর্জুন সিং, সঙ্গী এক বড় মাপের নেতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের টিকিট না পেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশের পরই শুরু হয়েছিল জল্পনা। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ জানালেন, তিনি বিজেপিতেই ফিরছেন। বৃহস্পতিবার দিল্লি যাওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে অর্জুন সিং জানান, তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, একজন বড় মাপের নেতাও বিজেপিতে যোগ দেবেন। যদিও কে সেই বড় মাপের নেতা, এদিন তিনি তা খোলসা করেন নি। সাংবাদিক বৈঠকে সাংসদ অর্জুন সিং জানান,বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করলে নৈহাটি থেকে তিনি ভোটপ্রচার শুরু করবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। সাংসদের কথায়, নৈহাটির বড়মা ও গৌরীপুর বজরঙ্গবলি মন্দিরে পুজো দিয়েই তিনি প্রচার শুরু করবেন। নৈহাটিতে বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল, রঙ কারখানা ও সিসি কোম্পানি-সহ একাধিক কলকারখানা। বন্ধ কারখানার বিপন্ন শ্রমিকদের বাঁচাতে তিনি বড়মার কাছে প্রার্থনা করবেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে মার্চ মাসেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন অর্জুন সিং। ২০২৪ সালে আবারও ১৪ মার্চই বিজেপি-তে ফেরার ঘোষণা করলেন। ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটেই ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। যদিও জয়ের চার বছর পরেই তৃণমূলের ফেরেন তিনি। ২০২২ সালের মে মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভায় আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়। অর্জুন সিং আশা করেছিলেন, তৃণমূলের হয়ে ব্যারাকপুর থেকে তিনি প্রার্থী হবেন। কিন্তু সেই জায়গায় পার্থ ভৌমিকের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। তারপর থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন বারবার। এ-ও স্পষ্ট করেছিলেন টিকিট না পাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। তখন থেকেই অর্জুন সিং-এর বিজেপিতে ফেরা নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। অবশেষে সেটাই হচ্ছে।

অর্জুন সিং এদিন বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভাটপাড়া বাদে বাকি ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে ছিল। তবুও বিজেপি প্রার্থী হয়ে ওই কেন্দ্র থেকে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালে যেভাবে তৃণমূল সন্ত্রাস চালিয়ে জিতেছে, জিতে মানুষের ওপর যেভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে সেই অত্যাচারের জবাব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেওয়া হবে।

নৈহাটির গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন এবং তার জেরে জুবিলি ব্রিজের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিয়েও এদিন সরব হন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি ব্যারাকপুরের সাংসদ। তাঁর দাবি, এবার নৈহাটিতে দুয়ারে ইডি পৌঁছবে। তদন্তে দেখবেন দুর্নীতির শিকড় নৈহাটি থেকে সন্দেশখালি পর্যন্ত পৌঁছবে। এদিন সাংসদ দাবি করেন, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের পলাশি-মাঝিপাড়া, জেটিয়া ও মামুদপুরে শেখ শাহাজাহানের অনেক জমি রয়েছে। শেখ শাহজাহান এবং তাঁর শাগরেদ উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরা বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের সহযোগিতায় নৈহাটিতে বিঘের পর বিঘে জমি কিনেছে। তাই ওদের বাঁচাতে পার্থ ভৌমিক সন্দেশখালি ছুটে গিয়েছিলেন। সাংসদের অভিযোগ, ভোট পরবর্তী হিংসার নায়ক ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পার্থ ভৌমিক। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর মানুষের ওপর ব্যাপক অত্যাচার করা হয়েছে। এবারে মানুষ সেই অত্যাচারের জবাব ব্যালট বাক্সে দেবেন বলে দাবি তাঁর। যদিও সন্দেশখালি যাওয়া নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'দলের নির্দেশে তিনি আর সুজিত বসু সেচের কাজ দেখতে সন্দেশখালি গিয়েছিলেন। কাজ নিয়ে মানুষের ওখানে একটু ক্ষোভ ছিল। ওখানে গিয়ে সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।'

১৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের, ৮ আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত আইএসএফ-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি, তৃণমূলের পর এবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বামফ্রন্ট। এর মধ্যে সিপিএমের ১৩টি আসন ও শরিকদের ৩টি। বিধানসভা ভোটে বঙ্গে বাম, আইএসএফ ও কংগ্রেস জোট দেখা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমঝোতা না হলেও আসন ভাগাভাগি করে ফেলল নওশাদ সিদ্দিকির দল আইএসএফ। রাজ্যে আটটি আসনে প্রার্থী দিতে চায় তারা। নাম ঘোষণার পরেও বামেদের একটি আসন নিয়ে শর্ত দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বারাসাত, বসিরহাট, মথুরাপুর, যাদবপুর, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, মালদহ দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ আসনে লড়াইয়ের কথা জানিয়েছে আইএসএফ। অবশেষে সামনে এল বামেদের তালিকা। এদিন ১৬ জনের নাম ঘোষণা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। কোচবিহার থেকে লড়ছেন নিতীশ চন্দ্র রায়। জলপাইগুড়ি থেকে লড়ছেন দেবরাজ বর্মন। বালুরঘাট থেকে জয়দেব সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণনগর থেকে এসএম সাদি। দমদম থেকে সুজন চক্রবর্তী। যাদবপুর থেকে সৃজন ভট্টাচার্য। কলকাতা দক্ষিণ সিপিআইএম সায়েরা শাহ হালিম। শ্রীরামপুর থেকে লড়ছেন দীপ্সিতা ধর। হুগলিতে লড়ছেন মনদীপ ঘোষ। তমলুক থেকে লড়ছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমে প্রকাশ করেছিল বিজেপি। যদিও সংখ্যাটা ছিল ২০। গত রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে বাংলার ৪২ লোকসভা আসনের জন্যই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু, কবে আসবে, বাম, কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা সেই জল্পনা বাড়ছিল। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় বামেদের ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন নতুন। তালিকায় রয়েছেন তিন জন মহিলা। মেদিনীপুর থেকে লড়ছেন বিপ্লব ভট্ট। বাঁকুড়া থেকে লড়ছেন নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত। বিষ্ণুপুর থেকে শীতল কৈবর্ত। নীরব খান থেকে লড়ছেন বর্ধমান পূর্ব আসন থেকে। আসানসোল থেকে লড়ছেন জাহানারা খাতুন।

সিপিএমের সঙ্গে কথা চলাকালীনই বৃহস্পতিবার আইএসএফ ঘোষণা করেছে, তারা আটটি আসনে লড়বে।

বামেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার নীতীশচন্দ্র রায় **(ফরওয়ার্ড ব্লক)**
জলপাইগুড়ি দেবরাজ বর্মন **(সিপিএম)**
বালুরঘাট জয়দেব সিদ্ধান্ত **(আরএসপি)**
কৃষ্ণনগর এস এম শাদি **(সিপিএম)**
দমদম সুজন চক্রবর্তী **(সিপিএম)**
যাদবপুর সৃজন ভট্টাচার্য **(সিপিএম)**
কলকাতা দক্ষিণ সায়েরা শাহ হালিম **(সিপিএম)**
হাওড়া সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় **(সিপিএম)**
শ্রীরামপুর দীপ্সিতা ধর **(সিপিএম)**
হুগলি মনোজিৎ ঘোষ **(সিপিএম)**
তমলুক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় **(সিপিএম)**
মেদিনীপুর বিপ্লব ভট্ট **(সিপিআই)**
বাঁকুড়া নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত **(সিপিএম)**
বিষ্ণুপুর শীতল কৈবর্ত **(সিপিএম)**
বর্ধমান পূর্ব নীরব খান **(সিপিএম)**
আসানসোল জাহানারা খান **(সিপিএম)**

নিয়োগ নিয়ে পুনর্মূল্যায়নের ভাবনা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৬ সালের যে নিয়োগ হয়েছিল, তা ফের মূল্যায়ণ করার কথা ভাবছে ভাবছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি দেবাংশু বসাক জানান গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিতে পারে আদালত। এদিকে কমিশন এদিন হাইকোর্টে জানিয়েছেন, তাদের নিজেদের কোনও ওএমআর নেই, যেগুলি আছে সেগুলি সিবিআই-এর দেওয়া। এর প্রত্যুত্তর বিচারপতি জানতে চান, সিবিআই-এর দেওয়া ওএমআর-এর বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা? উত্তরে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, সেটা তাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সঙ্গে কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, আদালতের নির্দেশে তারা সিবিআই-এর কাছ থেকে ওএমআর গ্রহণ করেছে এবং আদালতের নির্দেশ তা পুনর্মূল্যায়নও করা হবে। নতুন প্যানেল প্রকাশ করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানতে চান, স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আবার সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হলে সেটা সম্ভব কি না? কমিশন জানিয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইন্টারভিউয়ের নম্বর তাদের কাছেই আছে, আর ওএমআর আছে সিবিআই-এর কাছে। এখানেই শেষ নয়, বিচারপতি টেন্ডার পদ্ধতি নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন। জানতে চান, আগের মতো বন্ধ দরজার ভিতরে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে নাকি বাইরে সে ব্যাপারেও। ৫ লক্ষ টাকার বেশি টেন্ডার হলে তার জন্য ই- টেন্ডার ডাকতে হয় বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বুধবারই দু'টি ভাবনার কথা জানিয়েছিল কমিশন। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া আবার খতিয়ে দেখা যায় কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছিল বুধবারই। ২৩ লক্ষ ওএমআর শিট উদ্ধার হয়েছে এই মামলার তদন্তে। সেগুলোই ফের খতিয়ে দেখার কথা বলেছে বিচারপতি।

অভিষেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না নওশাদ সিদ্দিকি

আইএসএফ ডায়মন্ড হারবার ছাড়তে চায় সিপিএমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দলের সকলে তাঁকে প্রার্থী করলে ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি লড়তে প্রস্তুত, আগেই জানিয়েছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তবে শেষ পর্যন্ত ওই আসনটি সিপিএমকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএসএফ। এর পরিবর্তে সিপিএমের পছন্দের আসন যাদবপুর নিয়ে শর্ত দিতে শুরু করেছে তারা। অনেক আগে থেকেই যাদবপুর আসনে সিপিএম প্রার্থী দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। বৃহস্পতিবার সিপিএমের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণায় জানা যায় যাদবপুর থেকে লড়বেন সৃজন ভট্টাচার্য। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের পরিবর্তে যাদবপুর আসন নিয়ে দরাদরি শুরু করে আইএসএফ।

বামেদের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্যে আইএসএফ যে আটটি আসনে লড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে, সেই তালিকায় নেই ডায়মন্ড হারবার। এদিন দলের বৈঠকের পর আইএসএফের কার্যকরী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক জানিয়েছেন, প্রথমে ২০টি আসনে লড়াই করতে চাইলেও দফায় দফায় আলোচনার শেষে আটটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, বসিরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ও যাদবপুর আসনে প্রার্থী দেবে আইএসএফ। তবে জোট রাজনীতির স্বার্থে ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে না। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, বসিরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

মথুরাপুর ও যাদবপুর আসনে প্রার্থী দেবে আইএসএফ।

এ ছাড়াও হুগলির শ্রীরামপুর ও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া আসনে প্রার্থী দেবে আইএসএফ। উত্তরবঙ্গের কোনও আসনে প্রার্থী না দিলেও মুর্শিদাবাদের দু'টি আসন থেকে লড়তে চায় আইএসএফ। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ আসন থেকে লড়াই করতে চায় নওশাদ সিদ্দিকির দল। আইএসএফ শর্ত দিয়েছে, যাদবপুরে যদি আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যকে সিপিএম প্রার্থী করে, তা হলে তারা দাবি থেকে সরে আসবে।

বিমান অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আইএসএফের ঘোষণার দায় তাঁরা নেবেন না। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, মহম্মদ সেলিম কথা বলছেন। তা এখনও চূড়ান্ত জায়গায় যায়নি। শনিবার ফের বামফ্রন্টের বৈঠক হবে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, আজ গঙ্গার নীচ দিয়ে ছোটা মেট্রো পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল ৬ মার্চ। আজ, শুক্রবার প্রথম জন সধারাণের জন্য পরিষেবা চালু হচ্ছে কলকাতার নতুন তিনটি মেট্রো রুটের। দেশে প্রথম নদীর নীচ দিয়ে কলকাতায় ছুটবে মেট্রো। যাত্রা শুরু হবে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের।

কলকাতা মেট্রো জানিয়েছে, হাওড়া স্টেশন এই মুহূর্তে দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন। হুগলি নদীর তলদেশে ৫২০-মিটার প্রসারিত মেট্রোর এই ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে মাত্র ৬৬ দিনে। যাত্রাপথ সুন্দর করতে নদীর তলদেশের টানেলগুলি (পূর্ব-বাউন্ড এবং পশ্চিম-বাউন্ড) বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে জলজ প্রাণীর ছবিও আঁকা হয়েছে যাতে যাত্রীরা গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারেন।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া পর্যন্ত মেট্রোয় সোমবার থেকে শনিবার ১২ থেকে ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবা পাওয়া যাবে। হাওড়া ময়দান থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৫ মিনিটের ব্যবধানে চলবে এই মেট্রো। সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে এই মেট্রো। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ১৫ মিনিটের ব্যবধানে চলবে এই মেট্রো।

একনজরে কলকাতার তিনটি নতুন মেট্রো রুট

১.হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড

থাকছে চারটি স্টেশন। হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেড।

২.কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

৩. জোকা থেকে মাঝেরহাট

বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে এই রুটে মেট্রো। রাত ৮টা থেকে রাত ৯টা ৪৫ পর্যন্ত ১৫ মিনিটের ব্যবধানে এই রুটে মেট্রো চলবে। হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড থেকে শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে।

জিপিও হিসাবে কলকাতার প্রথম যে পোস্ট অফিস খোলা হয়েছিল, তা ২৫০ বছর পূর্ণ করল এই বছর। বৃহস্পতিবার তারই সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ১৯ মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠান করছে ডাকবিভাগ। রয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার, কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগের সেক্রেটারি বিনীত পাণ্ডে, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের পোস্টমাস্টার জেনারেল অখিলেশ পাণ্ডে এবং দক্ষিণবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল এসএস কুজুর। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে ডাককর্মীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানান, ডাক ব্যবস্থা নিয়ে রাজভবনে বিশেষ মিউজিয়াম গড়বেন তিনি।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন

অতীত স্মরণ করে আবেগপ্রবণ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে কলকাতা পুরসভার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের একডালিয়া পার্কে তাঁর এক আবক্ষমূর্তির উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রয়াত মন্ত্রীর জন্মদিনে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রী জানান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ ঘটেছিল। তার পর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁরা যৌথ ভাবে নানা উত্থান পতনের সাক্ষী থেকেছেন। প্রতিবছর সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন পালন করতে তিনি স্থানীয় ক্লাবগুলিকে আবেদন জানান। অতীতের স্মৃতিকথা তুলে মমতা শোনালেন, যে কোনও কর্মসূচি থাকলে সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে যেতেন। তখনই বললেন, 'আমার জন্য একবার গ্রেপ্তারও হতে হয়েছিল সুব্রতদাকে।' মমতা শোনালেন, সেটা বাম জমানার কথা। তখন হকার উচ্ছেদ চলছিল। সিপিএম আমলে অপারেশন সানশাইন করা হয়েছিল। সেই সময় একদিন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বন্‌ধ ডেকেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি ঘরে বসে ছিলেন। তখন মমতা তিন-চার জনকে নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, বন্‌ধ ডেকে কেন ঘরে বসে আছেন? মিছিল করার জন্য বলেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। তখন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, চার-পাঁচ জন মিলে কীভাবে মিছিল করব? কিন্তু মমতাও হাল ছাড়েননি। সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এরপর নিমেষের মধ্যেই চার-পাঁচ জনের মিছিল থেকে চারশো-পাঁচশো জনের মিছিলের রূপ নিয়েছিল সেটা।

মুখ্যমন্ত্রী শোনালেন, এরপর সেদিন মিছিল শেষে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তখনই সুব্রতবাবু মমতাকে বলেছিলেন, 'তোর জন্য আমি গ্রেপ্তার হলাম।' মমতা তখন বলেছিলেন, তিনি আবার কী করলেন? সে কথা শুনে সুব্রতবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'যদি মিছিলটা না করতাম, তাহলে আমি গ্রেপ্তার হতাম না।' প্রয়াত নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ছিলেন বালিগঞ্জের একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের প্রাণপুরুষ । ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে কালীপুজোর রাতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। এর আগে একডালিয়ার সিটিজেন পার্ক ও জোড়াবাগান পার্কের নামকরণ

হয়েছিল প্রয়াত মন্ত্রীর নামে। তারপর কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল । কিন্তু সেটি পছন্দ হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর । তারপর থেকেই একটি নতুন মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই মূর্তিরই উদ্বোধন করলেন।

সম্পাদকীয়

বামফ্রন্টের যে ভুল কাজে লাগিয়েছিল বর্তমান শাসক, আজ সে ভুল নিজেই করছে

সন্দেশখালির ঘটনা স্পষ্ট করে দিয়েছে, এ রাজ্যে ফের বাম আমলের মতোই গুন্ডারাজ শুরু হয়েছে। আর সন্দেশখালি তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমন ঘটনা ছোট-বড় আকারে রাজ্যের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এত দিন পর্যন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির মাধ্যমে 'নৈরাজ্য', অর্থাৎ অরাজকতা দেখতে দেখতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন নৈরাজ্যের একটি অন্য অর্থ বা ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি। রাজ্য সরকার এবং পুলিশবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে যথেচ্ছাচারের সুযোগ করে দেওয়া। গুন্ডা, মস্তানরা যদি প্রশাসনকে উপেক্ষা করে অবাধে রাজ্যের মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার, সরকারি তহবিল তছরুপ করার, নারীজাতির সম্মানহানি করার অধিকার বা সুযোগ পায়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সত্যিই ভেঙে পড়েছে। ক্ষমতা থাকলে যা খুশি করা যায়। তাই বোধ হয় বহু বছর আগে সুকুমার রায় 'একুশে আইন' কবিতায় লিখেছিলেন, 'শিবঠাকুরের আপন দেশে, আইন কানুন সর্বনেশে।' বাম আমলের শেষের দিকে বাম দলগুলির ক্যাডারদের আচরণ এ রকমই হয়েছিল। প্রশাসনের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা 'ছোট ছেলেদের ছোট ভুল' কিংবা 'এমনটা যদি ঘটেও থাকে তবে তা নিতান্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা' বলে সস্নেহ মমতা ও মদত জুগিয়ে চলেন। প্রশাসনকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষমতা মানুষকে যখন অন্ধ করে দেয় তখন পতনের বীজ যে কখন কোন ছিদ্র দিয়ে শিকড় গাড়বে, এবং এক দিন মহীরুহতে পরিণত হবে, বুঝতেও পারা যাবে না। যেমন বামফ্রন্টও বুঝতে পারেনি ৩৪ বছর শাসন করার পর। ২০১১ সালে রাজ্যবাসী বর্তমান সরকারকে এনেছিলেন, বাম জমানা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার জন্য ৩৪ বছর লেগে গিয়েছিল। রাজনৈতিক পালাবদলের পর ওই বছরই প্রকাশিত হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ কাব্যগ্রন্থে শঙ্খ ঘোষ লেখেন, সাবধান বাণী হিসাবে, 'নিজেরই জয়ের কাছে পরাভূত হোয়ো না কখনো।' এখন সেই পথেই হাঁটছে বর্তমান রাজ্য সরকার। বামফ্রন্ট যে ভুল করেছিল, যার সদ্ব্যবহার বর্তমান সরকার করেছিল, সেটাই গণতন্ত্রের ধর্ম। আজ এই জনরোষকে যে বিরোধী পক্ষ তাদের হাতিয়ার বানাবে, সেটাই স্বাভাবিক। রাজ্য মহিলা কমিশন এলাকা ঘুরে একটিও শ্লীলতাহানির ঘটনা খুঁজে পায়নি, অথচ কয়েক দিন ধরে সংবাদমাধ্যমের সামনে মহিলারা তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, এমনকি কেউ কেউ টিভির পর্দায়। সরকার কি কেবল দলীয় স্বার্থেই পরিচালনা করা হয়! সন্দেশখালির উত্তম সর্দার ও বিকাশ সিংহ জামিন পাওয়ার পর পুলিশ আবার তাঁদের গ্রেফতার করেছে। অথচ, জামিনের আবেদনের সময় বিরোধিতা করেনি পুলিশ। বাস্তবে এ রাজ্যে চার দিকেই ক্ষমতার অপব্যবহার আর আস্ফালন।

আনন্দকথা

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।
(গীতা — ৬/২৯)

নবেন্দ্র, ভবনাথ, মাস্টার

মাস্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

যীশু সেনগুপ্ত

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাঁসীরামের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা যীশু সেনগুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আলিয়া ভাটের জন্মদিন।*

সিএএ বিরোধিতা 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের চক্রান্ত!

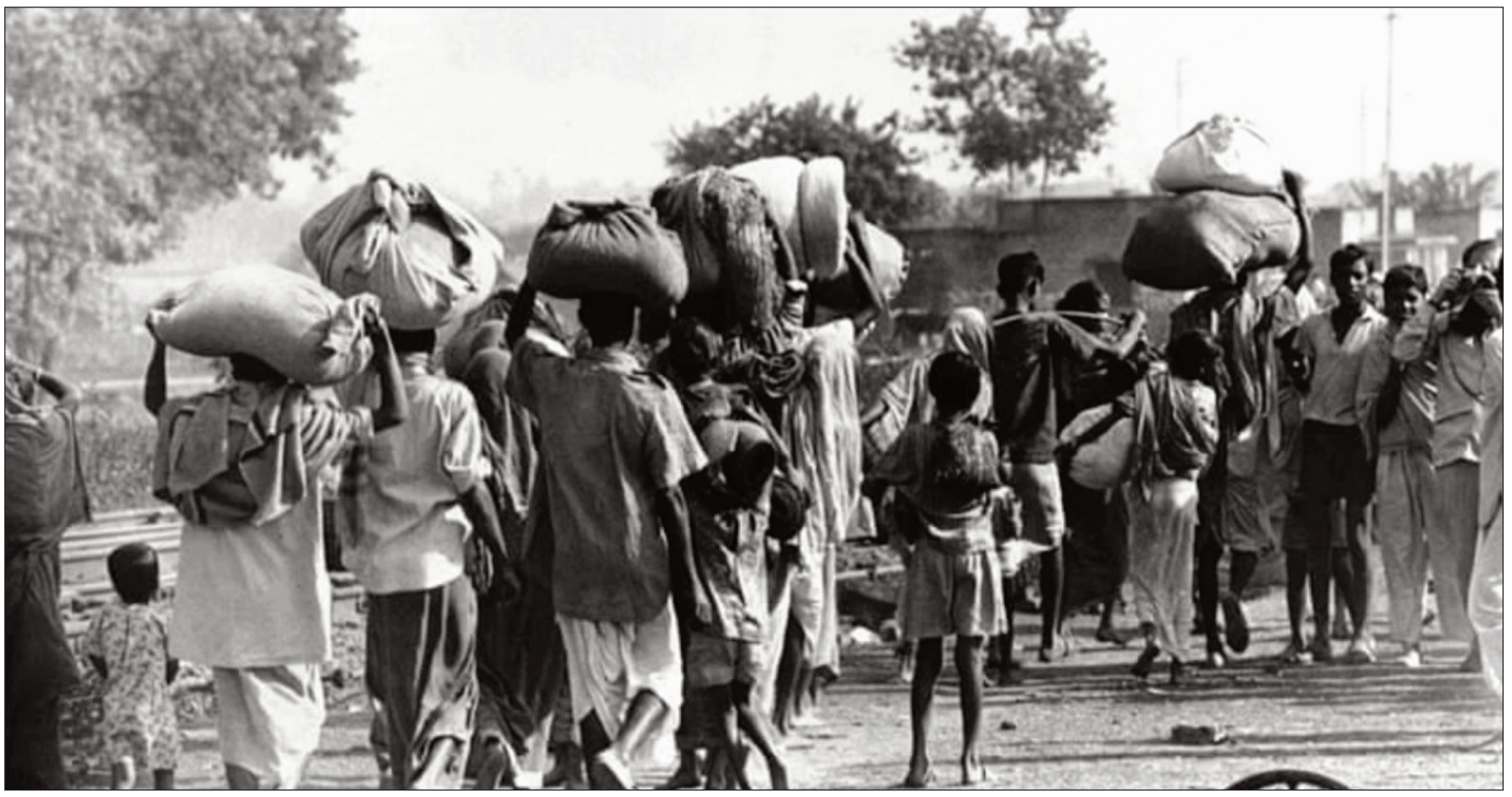

দিগন্ত চক্রবর্তী

CAA অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, যে নামটি শুনলেই আজকাল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা। সিএএ সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের মধ্যে অপপ্রচার করতে তারা সদা তৎপর। এক্ষেত্রে তারা বরাবরই অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগিয়ে আসেন সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিএএ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একপ্রকার ভুল বুঝিয়ে সংখ্যালঘু সেন্টিমেন্ট তৈরি করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্য নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লাভ। যেখানে তারা এটা বলেন যে সিএএ হলে নাকি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের আর ভারতে স্থান হবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী, মুসলিম-সহ ভারতীয় নাগরিকদের উপর CAA-র কোনও প্রভাব পড়বে না। তাহলে CAA করার প্রয়োজনীয়তা কী এবং কাদের জন্যই বা ভারত সরকার এই সংশোধনী আইন লাগু করতে চাইছে? এর উত্তরও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে। সেখানে স্পষ্টতই বলা রয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের জন্য এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। ওই তিন দেশ বা অন্য কোনও দেশ থেকে আসা মুসলিম-সহ অন্য কোনও বিদেশি শরণার্থীদের জন্য এই আইন লাগু হবে না।

আসল বিষয়টি হল CAA এর সাথে ভারতীয় নাগরিক, মুসলিম বা অন্য কোন কিছুর কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণ ভাবেই এটা বোঝা সম্ভব যে ইতিমধ্যে ভারতে বসবাসরত বিদেশী শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত একটি আইন কিভাবে ভারতীয় মুসলমানদের প্রভাবিত করতে পারে?

তাহলে ভারতের কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা যারা মুসলিম সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে CAA এর বিরোধিতা করতে নেমেছেন তাদের উদ্দেশ্য কি? তবে কি তারা ভারতীয় মুসলিমদের স্বার্থের কথাটা সামনে রেখে, ইসলাম দরদী দল সেজে আদতে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছেন! এক্ষেত্রে তারা আরেকটি বিষয়ে উস্কানি দিচ্ছেন তা হলো ভারত যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাই ভারতের উচিত হিন্দু, শিখ, জৈনদের মত মুসলিমদের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য করা।

কিন্তু যেই ভারতকে ঘিরে রয়েছে তিন তিনটি ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ এবং দেশভাগের সময়ও যারা পাকিস্তানকেই নিজেদের রাষ্ট্র হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন, যেখানে তারা অত্যাচারিত বা নির্যাতিত নন সেখানে অভারতীয় মুসলিমদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতে বসবাস অবৈধ অনুপ্রবেশ ছাড়া কিছুই না। এ প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে উদ্বাস্তুর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। সেখানে বলে হয়েছে, 'person who is outside his or her country of nationality or habitual residence— has a welléôéfounded fear of being persecuted because of his or her race– religion– nationality– membership of a particular social group or political opinion— and is unable or unwilling to avail him— or herself of the protection of that country– or to return there– for fear of persecution.'

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হওয়ার কারণে নিপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে তাঁর নাগরিকত্ব যে দেশের, তার বাইরে রয়েছেন, অথবা এই ভীতির জন্য তাঁর দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন; অথবা এইসব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ীও অভারতীয় মুসলমান, যাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু ভারতীয় রাজনৈতিক দলের এত বিরোধিতা তারা আসলে উদ্বাস্তুই নয় বরং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাহলে তাদের প্রতি কেনো এই মেকী সেন্টিমেন্ট? ভারত তো অন্যান্য দেশের নাগরিকদের দায়ভার নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বসে নেই।

এবার দেখা যাক অন্যান্য ধর্মের প্রতি ভারত কেনো দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। পরিসংখ্যান বলছে উপরিউক্ত দেশগুলিতে

পরিসংখ্যান বলছে উপরিউক্ত দেশগুলিতে অমুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে কমছে। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাধীনতার সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল ২০.৫ শতাংশ, ২০২০ সালে তা এসে ঠেকেছে ১.৫ শতাংশে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে দেখবো ১৯৫১ সালে যেখানে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ শতাংশ সেখানে ২০২২ সালে তা ৮ শতাংশে নেমে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেখানে ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা ছিল ৯.৮ শতাংশ, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে যে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিকে অমুসলিম মানুষজন ঠিক কিরকম অবস্থার মধ্যে বসবাস করেন। তাই সেইসব অসহায় মানুষদের আশ্রয় দিতে ভারতবর্ষ প্রস্তুত।

অমুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে কমছে। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাধীনতার সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল ২০.৫ শতাংশ, ২০২০ সালে তা এসে ঠেকেছে ১.৫ শতাংশে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে দেখবো ১৯৫১ সালে যেখানে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ শতাংশ সেখানে ২০২২ সালে তা ৮ শতাংশে নেমে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেখানে ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা ছিল ৯.৮ শতাংশ, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে যে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিকে অমুসলিম মানুষজন ঠিক কিরকম অবস্থার মধ্যে বসবাস করেন। তাই সেইসব অসহায় মানুষদের আশ্রয় দিতে ভারতবর্ষ প্রস্তুত। চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিঙ্গু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া অসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।' হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষ ভারতের এই ঐতিহ্য কে ধরে রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আমরা-ওরা বলে একে অপরের সঙ্গে মারামারি করেনি। কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে জাতীয় নিরাপত্তার তখন ভারতবর্ষ চুপ থাকেনি, তখন ভারত তার জাতীয় স্বার্থকেই আগে রেখেছে, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য কোনো ঠুনকো সেন্টিমেন্টকে নয়।

এক্ষেত্রে CAA র বিরোধিতা যে আসলে অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থনের পন্থা তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুপ্রবেশের এই ইতিহাস দীর্ঘদিনের। প্রধানত, সেকুলারপন্থীদের অতিরিক্ত দরদের কারণে দীর্ঘদিন ধরে খুব সহজেই বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অ-ভারতীয় মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৯২ সালের ১১ অক্টোবর বামপন্থীদের দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখেছিলেন, '১৯৭১ থেকে মুসলমানরা ভারতে আসতে শুরু করল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিএসএফ ২,৩৫, ৫২৯ জন বাংলাদেশিকে সনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮, ৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান।' এই পরিসংখ্যান দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে সেই সময় যত পরিমাণ শরণার্থী ভারতবর্ষে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসতে চেয়েছিলেন তার থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ গুণ বেশি।

একসময় অ-ভারতীয় মুসলমানদের হাতে শাসিত হতে হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে। অষ্টম শতক নাগাদ ভারতবর্ষের ওপর অ-ভারতীয় মুসলিমদের যে নির্যাতন নেমে এসেছিল সে প্রসঙ্গে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।' (তথ্যসূত্র — বর্তমান হিন্দু- মুসলমান সমস্যা) ঠিক তেমনই আজকে যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন তারা আবারো ভারতমাতাকে অ-ভারতীয়দের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। তাই, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখলে ভুল হবে, এর আড়ালে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের ষড়যন্ত্রকে যে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে তা বললে খুব একটা ভুল হবে না। তার প্রমাণ ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেখানে এরাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৯ শতাংশ সেখানে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ শতাংশে। তাই ভারত বিরোধীদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে বাঁচাতে CAA লাগু করা আশু প্রয়োজন।

সবশেষ আবারো বলি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কোনোভাবেই ভারতীয় মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়নি। বরং বহিরাগত, ভিনদেশী মুসলমানরা যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এই আইন। তাই ভারতের মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেদের গুঞ্জ নিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে তথা বহিরাগত হানাদারদের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে; এককথায় দেশের স্বার্থে এই আইন প্রবর্তনে সহায়তা করা উচিত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মানুষের ভালোর জন্যই রাজনীতিতে আসা : দেব

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর: মানুষ যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে সেজন্যই আমাদের রাজনীতিতে আসা। মানুষের ভালো দিকটা শুধু তৃণমূল নয়, প্রত্যেকটা দলেরই দেখা উচিত।

দাসপুরের রসিকগঞ্জে আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে ধূপ কারখানা। ওই কারখানায় স্থায়ীভাবে আড়াইশো জন কর্মী কাজ করতেন। তারা সকলেই কাজ হারিয়েছেন। সেখানে গিয়ে হিরণ আমার নামে এবং রাজ্য সরকারের নামে কুৎসা ছড়িয়ে এসেছে বলে খবর পেয়েছি। আসলে এভাবে কাউকে ছোট করলে মানুষের কোনও লাভ হবে না।

সাংবাদিকরা দেবকে বলেন, কারখানায় আগুন লাগার অনেক পরে দেব সেখানে যাওয়ায় তার প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী হিরণ কটাক্ষ করেছেন।

তার উত্তরে দেব বলেন, হিরণ ঘটনাস্থলে গিয়ে তো কিছু করেনি, আমাকে এবং রাজ্য সরকারকে নিয়ে কিছু উচ্চবাচ্য কথা বলে এসেছে। সেটা না করে কারখানার আড়াইশো কর্মীর পরিবারের জন্য যদি কিছু করত তাহলে ভালো হত। কেন্দ্র সরকার তো তাদেরই।

আমরা এরকম কিছু করি না। আমরা ওই আড়াইশো পরিবারকে এই মার্চ মাস থেকেই প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ছয় মাসের মধ্যে কারখানাটি চালু করার সব রকম চেষ্টা করছি।

আমি যখন সময় মতো গিয়ে পৌঁছতে পারিনি তখন অসহায় পরিবারগুলিকে হিরণ বলতে পারতো ঠিক আছে দেব যদি না আসে আমি তো এসেছি, আমি আপনাদের পাশে আছি। এটা বললে ভালো হত। কারণ হিরন আমার ভালো বন্ধু। আসলে রাজনীতি এখন এমন একটা জায়গায় চলে গেছে, কে কিভাবে অন্যকে ছোট করবে, কিভাবে চোর তকমা দিয়ে দিবে, সেটা প্রমাণ হোক বা না হোক পরে দেখা যাবে।

দেব বলেন, ঘাটালের দশ বছরের সাংসদ হিসেবে সেখানকার কোনও দলের লোক বলতে পারবে না যে আমি তাদের কাউকে কোনও দিন ছোট করেছি। মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে দলের সঙ্গেও আমি লড়াই করেছি। আমি সেই মানুষটা আবার ঘাটালেই লড়তে এসেছি। আমার কাজ হল এখানকার মানুষকে ভালো রাখা শান্তিতে রাখা। উচ্চবাচ্য করে কর্মীদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দেওয়া ঠিক নয়। ঘাটাল শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা। সাংসদ হিসেবে এখনকার সেই শান্তি বজায় রাখাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

প্রচারে ব্যাট হাতে বিজেপিকে কুপোকাতের হুঁশিয়ারি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লোকসভা নির্বাচন লড়াইয়ে জমজমাট বিষ্ণুপুর। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদের নেতৃত্বে সমগ্র ইন্দাস বাজারে মিছিলের মধ্য দিয়ে ভোটপ্রচার করলেন। কখনও তাঁকে দেখা গেল বাজারের মাঝখানে দোকানের চপ ভাজতে। কখনও শিশুদের কোলে নিয়ে ইন্দাসবাসীর কাছে ভোট চাইছেন,আবার কখনও বা ফুটবলে শর্ট মেরে দাবি করলেন খেলা হবে। পাশাপাশি খুদেদের সঙ্গে খেললেন ক্রিকেট। এত কিছুর পর হাতে ব্যাট ঘুরিয়ে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিতেও দেখা যায় সুজাতা মণ্ডলকে। তিনি হাতে ব্যাট ঘুরিয়ে দাবি করেন, 'এভাবেই বিজেপিকে বিদায় করব। যদি ওরা অস্ত্র নিয়ে ইন্দাসে ভয় দেখায় আমাদের ইন্দাসের মেয়েরা জানবেন বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা হাতে ব্যাট ধরবে, এইভাবে ব্যাট ঘুরিয়ে বিজেপি কে কুপোকাত করব।'

এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুজাতা মণ্ডল তেলেভাজা প্রসঙ্গে জানান, তিনি তেলেভাজা করেছেন ইন্দাসবাসীর জন্য, কারণ ইন্দাসবাসীকে আরও চাঙ্গা হতে হবে। শিশুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার পর তিনি জানান খেলা জমে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'বিষ্ণুপুরের যিনি বিজেপি সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী তিনি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন, বলছেন, চোখ উপড়ে নেবে, আমরা তো বসে থাকব না, মেয়েরা তৈরি আছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, ব্যাটে বলে জবাব দেব।'

সমগ্র বিষয় নিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস দাবি করেন, সুজাতা মণ্ডল প্রচারে আসার জন্য মিডিয়ার সামনে নাটক করছেন। মানুষ ওকে ভোট দিয়ে জেতালে সমস্ত এমপি ল্যাডের টাকা লুঠে খাবেন। হুঁশিয়ারি বিজেপিকে দিতে হবে না, কারণ অস্ত্র নিয়ে তৃণমূল নেতারা ঘুরে বেড়ান, বিজেপি নেতারা নয়।

যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ বার্তা বর্ধমান মহিলা থানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌনকর্মীদের জন্য যে সাবলম্বন প্রকল্প অর্থাৎ যে সমস্ত মহিলা যৌনকর্মী অথবা তাঁদের সন্তানরা, যাঁরা ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে সেই সমস্ত মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে অবগত করার জন্য এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধা নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় মহাজনটুলি পূর্ব বর্ধমানের একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয় প্রায় ১০০ জন মহিলা যৌনকর্মী নিয়ে।

পাশাপাশি তাঁরা জানান, এখনও পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে থেকে অনেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্যসাথী অথবা যৌনকর্মীর সচিত্র পরিচয়পত্র হয়নি, সেই বিষয়ে তাঁরা যাতে সুবিধা পান, জেলা পুলিশের মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস সেই বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। কবিতা দাস তাঁদের জানান, তাঁরা নিজের পেশায় থেকে স্বচ্ছতার সঙ্গে শরীরকে ভালো রেখে কাজ করে চলুক এবং সমাজের বুকে তাঁরা চাইলে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হতে পারেন, সেই জন্যই সরকারও তাঁদের পাশে আছে। স্বাবলম্বন প্রকল্পে তাঁরা যদি প্রশিক্ষণ নেন, তাঁরা নিজের পরিচয় তৈরি করতে পারবেন এবং সেই সময় স্বাবলম্বন প্রকল্প থেকেই সরকারি কাজেও যুক্ত হতে পারেন যৌনকর্মীর পেশা ছেড়ে।

জেলা পুলিশের মহিলা থানার এই উদ্যোগে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানার পর যৌনকর্মীরা সাধুবাদ জানান জেলা পুলিশকে এবং রাজ্য সরকারকে। তাঁরা চান, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখনও তারা পাননি যেন সরকারি ভাবে সেই সুযোগ-সুবিধা দ্রুত পান। পাশাপাশি এবং মহিলা থানার পক্ষ থেকে যৌনকর্মীদের শিশুদের জন্য চকলেট এবং যৌনকর্মীদের হাতে নারী দিবসকে উপলক্ষ করে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয় এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি ফাল্গুনী দাস রজক যোগাসন নিয়ে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেন।

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মহাজনটুলির একটি বেসরকারি লজের মাঠে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বর্ধমান সহযোদ্ধার পক্ষ থেকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস, বর্ধমান সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি ফাল্গুনী দাস রজক, সক্রিয় সদস্য দেবনাথ মুখোপাধ্যায় সহ জেলা পুলিশের মহিলা অফিসার এবং কর্মীরা।

লরির ধাক্কায় মৃত ২, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ফের মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার জহরবোনা গ্রামে। এই ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এলাকার মানুষ রাস্তায় গাছের শুকনো ডাল ফেলে অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শালতোড়া থেকে মধুকুন্ডার রাস্তা ধরে একটি খালি লরি মধুকুন্ডার দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে শালতোড়া থানার জহরবোনা গ্রামের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন লরির চালক। এরপরই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে ধাক্কা মারে লরিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তপন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির। ঘটনায় আহত হন আগমনি তন্তুবায় ও ঝণ্টি তন্তুবায় নামে স্থানীয় আরও দুই মহিলা। আহত দু'জনকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় আগমনি তন্তুবায়ের। ঘটনার পর এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় গাছের শুকনো ডাল ফেলে শালতোড়া মধুকুন্ডা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। স্থানীয়দের দাবি, ঘাতক লরির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এলাকায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানাতে থাকেন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, প্রশাসনের তরফে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার লিখিত আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে।

সেতু হলেও জমিজটে থমকে পাকা রাস্তা কাজ, প্রতিবাদে অবরোধ লাগাতার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রাস্তার টেন্ডার হয়েছে ২০২৩ সালে। তৈরি হয়ে গিয়েছে শিলাবতী নদীর ওপর সেতুও। কিন্তু দাবি, মাত্র আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করার কাজ প্রায় এক বছর ধরে থমকে রয়েছে জমিজটে। অবিলম্বে জমিজট কাটিয়ে রাস্তা পাকা করার দাবিতে এলাকার আট থেকে আশি নামলেন আন্দোলনে। রাস্তায় বসে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে গ্রামবাসীদের। ঘটনা বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ থানার বহড়ামুড়ির। অবরোধের জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্তব্ধ হয়ে যায় বাঁকুড়া রানিবাঁধ রাজ্য সড়কের যান চলাচল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের শিলাবতী নদীর বহড়ামুড়ি ঘাট থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার পাশাপাশি শিলাবতী নদীর ওপর একটি সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। আট মাস আগে সেতু তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলেও জমিজটে আটকে পড়ে রাস্তা পাকা করার কাজ। স্থানীয় ইন্দপুর ব্লকের গোবিন্দপুর এলাকার মাবুষজন দাবি করতে থাকেন গোবিন্দপুর হয়ে যাওয়া প্রস্তাবিত রাস্তা কোনও সরকারি রাস্তা নয়, তা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তাই ওই রাস্তা পাকা করা চলবে না। স্বাভাবিক ভাবে জমিজটে আটকে পড়ে ওই রাস্তা পাকা করার কাজ।

এদিকে দিনের পর দিন রাস্তা পাকা করার কাজ আটকে থাকায় চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন বহড়ামুড়ি, শ্যামপুর, বনকাটা সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষ। দিনের পর দিন বেহাল কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় পাকা রাস্তার দাবিতে বহড়ামুড়ি গ্রামের মানুষ বাঁকুড়া খাতড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে, নিজেদের আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরতে নারাজ বিক্ষোভকারীরা।

তড়িতাহিতকরণ সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

জৌগ্রাম স্টেশনে

পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত শাখায় সম্পূর্ণ করা অংশে অবস্থিত সকল রেলওয়ে লাইন এবং পরিসর ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট শাখায় **২০.০৩.২০২৪** তারিখে বা তারপরে ২৫০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্ৎজ, এসি ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যার তড়িতাহিত করা হবে। **২০.০৩.২০২৪ তারিখ** এবং তারপর থেকে ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনটি সর্বদা তড়িতাহিত হিসাবে গণ্য হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছাকাছি যেতে বা কাজ করতে পারবেন না।

শাখা
পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে হাওড়া–বর্ধমান কর্ড লাইন শাখার জৌগ্রাম স্টেশনে আপ হাওড়া–বর্ধমান কর্ড এবং আপ ল্যুপের মধ্যে প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজে ৫০ হার্ৎজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওএইচই–র প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিকরণ (দৈর্ঘ্য–১৫০০ মিটার)।

তড়িতাহিতকরণের তারিখঃ ২০.০৩.২০২৪

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪২১০১

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আজিমগঞ্জ, আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ ব্লক, জেলা : মুর্শিদাবাদ, শাখা অফিসের (১১০০ বর্গফুটের মধ্যে কার্পেট এলাকা বাঞ্চনীয় ভাবে নিচ তলায়) জন্য দুটি বিড সিস্টেমের অধীনে প্রাঙ্গনের আগ্রহী মালিকদের কাছ থেকে অফার আমন্ত্রণ জানায়, যেমন প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক বিড।

খামের নং ১ : (প্রযুক্তিগত বিড) সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে যেমন ঠিকানার বিশদ বিবরণ, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এলাকা, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি।

খামের নং ২ : (আর্থিক দর) প্রতি বর্গফুট ইত্যাদির হার থাকতে হবে।

অফারগুলি এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় "প্রযুক্তিগত বিড" এবং "আর্থিক বিড" সুপার স্ক্রাইব করে আলাদা সিলকরা খামে পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই সংযোগে কোন দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। বিডের ফর্ম আমাদের সার্কেল অফিস/বিও আজিমগঞ্জ/পিএনবি ওয়েবসাইট (https://pnbindia.in) পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক লিজ ডিডের ড্রাফট ফর্ম্যাট ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের শর্তাবলী সম্পর্কে পরিচিত হন।

মন্ডল প্রধান

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)

ভবানীপুর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ভবানীপুর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১০.১২.২০০৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U29221WB2009PTC140096
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি কিছু থাকে)	১/১বি রূপ নারায়ণ নন্দন লেন, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৫
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১২.০৩.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১২.০৩.২০২৪
৮.	[illegible]	IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799
৯.	[illegible]	[illegible] subhomusic@gmail.com
১০.	[illegible]	[illegible] cirp.bepl@gmail.com, subhomusic@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.০৪.২০২৪

[illegible]

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ লিকুইডেটরের নাম : সুব্রত ঘোষ

স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the below mentioned Authorised Persons (APs) are no longer affiliated with Nuvama Wealth and Investment Limited (NWIL).

Sr. No.	Name of the Authorised Person/ Trade Name	Exchange Registration Numbers of Authorised Person	Registered office address of Authorised person
1	LSFS Services Pvt. Ltd.	NSE-AP2258099093 BSE-AP01326101103173 MCX-129370	RD-74 AVENUE SEC-2B BIDHAN, APPOLO FLR NAGAR DURGAPUR, BURDWAN, BURDWAN, WEST BENGAL-713212 INDIA
2	LSFS IMF Pvt. Ltd.	NSE-AP2258101693 BSE- AP01326101117961	RD 74 APOLLO AVENUE BIDHAN NAGAR PS-NTPS, DURGAPUR, BARDHAMAN, BARDHAMAN, WEST BENGAL-713212, INDIA,

Please note that above mentioned APs are no longer associated with us. Any person henceforth dealing with the above mentioned APs should do so, at their own risk.NWIL shall not be liable for any such dealing. In case if any queries for the transactions till date, investors are requested to inform NWIL within 15 days from the date of this notification,failing which it shall be deemed that there exists no queries against the abovementioned APs.

Nuvama Wealth and Investment Limited
Regd Office : 201 to 203, Zodiac Plaza, Xavier College Road, Off. C G Road, Ahmedabad, Gujarat-380009, Contact No. (079)-40019900
Website : **www.nuvamawealth.com**, Compliance Officer : Mr. Sirjith Menon, Email : **complianceofficer.nwil@nuvama.com**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দা ব্রাঞ্চ (০৫১৫৫)
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৫ ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী হীরক কুমার, মো. ৮৩৭৩০৫৩৬৪০ ই-মেল : sbi.05155@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিয়োজিত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিয়োজিত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে যে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : [illegible]

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible]

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : [illegible] দক্ষিণে : [illegible] পশ্চিমে : ১৪ ফুট সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৩.২০২৪

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন [illegible] https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইআওয়াশাপ: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ইন্দা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তালওয়াকার্স বেটার ভ্যালু ফিটনেস লিমিটেড (লিকুইডেশন)-এর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

CIN : L92411MH2003PLC140134

রেজিস্টার্ড অফিস : ৮০১, মহালক্ষ্মী চেম্বারস, ২২ ভুলাভাই দেসাই রোড, মুম্বই - ৪০০ ০২৬

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অধীনে সম্পদের বিক্রয়)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী তালওয়াকার্স বেটার ভ্যালু ফিটনেস লিমিটেডের লিকুইডেটর **(টিবিভিএফএল/কর্পোরেট ডেটর)**, দেউলিয়াগ্রস্ত, মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল,মুম্বই,কোর্ট -৪ (অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি/এনসিএলটি) উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৮.০৪.২০২২ (লিকুইডেশন অর্ডার) অনুযায়ী নিযুক্ত এবং কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পদ মালিকানাধীন এবং লিকুইডেশন এস্টেট অব কর্পোরেট ডেটর এর অংশ হিসেবে **"যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", " যা আছে ভিত্তিতে ", "যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং " পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** হিসেবে বিক্রয় করতে আগ্রহী। বিক্রয় নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের তালিকা পাওয়া যাবে : https://ncltauction.auctiontiger. net থেকে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত টেন্ডার দাখিলের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

টেন্ডার নথি/ডাক দাখিলের শেষ তারিখ/সময় :	২৯/০৩/২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে।
তথ্যাদি অবগত হওয়া এবং সাইট পরিদর্শন এর শেষ তারিখ :	১০/০৪/২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ :	১২/০৪/২০২৪
নিলামের তারিখ :	১৫/০৪/২০২৪
ই-নিলামের সময় : বিকল্প ২ :	সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট সম্পদ(গুলি) জন্য নিম্নোক্ত সারণিতে সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা উল্লেখ করা হয়েছে।

(মূল্য আইএনআর)

বিকল্প	সম্পদের(গুলির) বিবরণ ঠিকানা সহ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
২.	প্রেমিসেস পরিমাণ ৮০৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ১৩/১/১এ, ২য় তল, (অক্ষরা পার্ক) সুরা ইস্ট রোড, সিআইটি রোড, জোড়া পেট্রোল পাম্পের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০১০	৫,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০

দ্রষ্টব্য : গ্রেটার বোম্বে দেওয়ানি আদালত তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০২০ এর নির্দেশবলে কর্পোরেট ডেটরের নথিভুক্ত ঠিকানা, একতলা, মঙ্গল সিমরান, টার্নার রোডের পরই, ২০তম রোড বান্দরা পশ্চিম,মুম্বই -৪০০০৫০ পরিবর্তনের বিষয়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা ই-প্রেকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড **(অকশন টাইগার)** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট মেমোরান্ডাম প্রক্রিয়ায় উপলব্ধ https://ncltauction.auctiontiger.net নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাদি এবং নিম্নোক্ত মতে বিক্রয় সম্পাদিত হবে :

১. সম্পদের তালিকায় উল্লিখিত লিকুইডেটর কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিবৃতি অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত। বিশ্লেষিত হয়েছে লিকুইডেটর সংশ্লিষ্ট সম্পদের বিষয়ে কোনও যথাযথ তথ্যাদির প্রতিনিধিত্ব করতে অপারগ।

২. কোনও প্রস্তাব বন্ধ হওয়ার সময়ের ৫ (পাঁচ) মিনিটের মধ্যে দেওয়া হয় তবে ডাকের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও ৫(পাঁচ) মিনিটের সম্প্রসারণ করা হবে এবং নিলাম স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত ৫(পাঁচ) মিনিট সমাপ্ত হওয়ার পরই সমাপ্ত হবে।

শ্রী গজেশ লাভচাঁদ জৈন
তালওয়াকার্স বেটার ভ্যালু ফিটনেস লিমিটেড-লিকুইডেটর
নিযুক্ত মহামান্য এনসিএলটি উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ ২৮ এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী

তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪
স্থান : মুম্বই

রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-01697/2019-2020/12588
এএফএ বৈধ : ২২.০৯.২০২৪
ঠিকানা : সি-৬০২, রেমি বিজ কোর্ট, অফিস বীরা দেশাই রোড, আজাদ নগর, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই - ৪০০০৫৩
ইমেল : liquidation.tbvfl@gmail.com| **যোগাযোগ নং** +৯১-৮৪৫১৮৯৮৮৩৫

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স :** +৯১ ৩৩ ২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস : যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
ফোন : +৯১ ২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স :** +৯১ ২৯৩২ ২২১৩৩৩, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

নোটিশ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি ('আইন') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) এবং ২০১৪ এর রুল ২০ এবং ২২ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা আইনীকরণ সহ পঠিত) আপাতত তা কার্যকর করা), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ("সাধারণ সার্কুলার") কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত, কোম্পানি ১৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজটি সম্পন্ন করেছে, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি চাওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবসাটি লেনদেন করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে ৩১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে।

সাধারণ সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উল্লিখিত নথিগুলি পাঠিয়েছে যারা ৮ মার্চ, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') এবং সদস্যদের সম্মতি/ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কাট অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে তারাই কেবল দূরবর্তী ইভোটিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা, কে একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে আইন অনুযায়ী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

যে সকল সদস্যরা এখনও পর্যন্ত তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com** আরটিএ-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানি থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আরএন মুখার্জি রোড (৬ষ্ঠ তল), কলকাতা - ৭০০০০১ বা **mdpldc@yahoo. com**-এ আবেদন করতে পারেন এবং এর একটি প্রতিলিপি পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান মেনে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (সময় সময় সংশোধিত) এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত, কোম্পানি সদস্যদের (শেয়ার ধারণ করা হোক না কেন) প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। ইলেকট্রনিক উপায়ে যেমন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা সহ ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে। ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯টায় এ শুরু হবে এবং শনিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে বিকেল ৫টায় ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল দ্বারা শনিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বিকেল ৫টায় ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রিন্ট করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে, তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তি, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখের তিন দিনের মধ্যে নয় এমন একটি সময়ের মধ্যে ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২।

আপনার যদি সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০২২৫৫৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk. evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩ কল করুন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি
কোম্পানি সেক্রেটারি
এম নং এসিএস৪৮২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২৪

অন্ধ্রপ্রদেশে আটকে পড়া ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাল সিটু নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মাছের খামারে আটকে পড়ার দাবি, রাজ্যের ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিল বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু। গত বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের লেবার কমিশন ও পুলিশের সহযোগিতায় ওই ৬ শ্রমিককে পেড্ডাপুড্ডি এলাকার বেসরকারি মাছের খামার থেকে উদ্ধার করে এ রাজ্যের ট্রেনে চাপিয়ে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশের সিটু নেতৃত্ব। বুধবার সন্ধ্যায় ওই ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে বাঁকুড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করে বাঁকুড়া জেলা সিটু নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার গোগড়া ও পার্শ্ববর্তী হরিপুর গ্রামের ৬ শ্রমিক বেশ কিছুদিন আগে কাজের খোঁজে এক দালালের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশে যান। মাছের খামারে মাথাপিছু মাসিক ১৫ হাজার টাকা মজুরি দেওয়ার লোভ দেখানো হলেও পেড্ডাপুড্ডিতে একটি মাছের খামারে পৌঁছানোর পর এই শ্রমিকরা জানতে পারেন ১৫ হাজার নয়, তাঁদের মাথাপিছু মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেও ওই ৬ শ্রমিক স্থানীয় একটি বেসরকারি মাছের খামারে কাজে যোগ দেন। এরপর থেকেই ওই শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, ক্রীতদাসের মতো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করানো হত তাঁদের। বিশ্রাম চাইলেই মিলত ধমক। খাবার দেওয়া হত আধপেটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে শ্রমিকদের কারও কারও মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়। এভাবে আটকে পড়ার খবর কোনও ভাবে টেলিফোনে শ্রমিকরা তাঁদের পরিবারের কাছে জানায়। দিশেহারা পরিবার এই খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে ছুটে যায়। তৃণমূল নেতারা বিষয়টি থানায় জানানোর পরামর্শ দিয়ে দায় সারেন বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, পরিবারগুলি থানায় হাজির হলে অভিযোগ নিয়ে শুধুমাত্র তাদের আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত থাকে পুলিশ। এরপর পরিবারগুলি বাম শ্রমিক সংগঠন সিটুর বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্বের কাছে হাজির হলে সিটু নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি জানায় অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্বকে। অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্ব স্থানীয় লেবার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ ও লেবার কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় ওই মাছের খামারে। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই বকেয়া বেতন সহ ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে এ রাজ্যের ট্রেনে তুলে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্ব।

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে আটকে পড়ার পর এভাবে নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি পরিযায়ী শ্রমিকরা। সিটু নেতৃত্বের দাবি, এ রাজ্যে কাজ নেই। তাই দলে দলে মানুষ ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাচ্ছেন। সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপদে পড়লে তাঁদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, পরিযায়ী শ্রমিকদের সঠিক কোনও তথ্যই নেই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।

জোরকদমে চলছে উত্তর মালদার ভোট প্রচার

পথসভা থেকে রোড শো তৈরি করা হয়েছে কর্মসূচি !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা হতেই চরম উদ্দীপনায় রয়েছেন দলীয় নেতা কর্মীরা। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রেই এবারে তৃণমূলের নতুন মুখ। আর উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস কর্তাকে দেখতেই প্রতিদিনই ভিড় করছেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর পরিচিতি বাড়াতে আগামী দুই দিনের মধ্যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। প্রতিদিনই সকাল থেকেই উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় চলছে নির্বাচনী প্রচার, সভা এবং কর্মী বৈঠক। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা না হলেও হাতে বেশি সময় নেই ধরে নিয়েই এখন নতুন প্রার্থীর পরিচিতিতে জোর তৎপরতা দেখিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশেই উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যে জোর কদমে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় এখন প্রার্থীর পরিচিতি ও বুথ স্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে সভা মিটিং মিছিল করার কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা রয়েছে। এই লোকসভা কেন্দ্রের একটি বিধানসভা থেকে অপর বিধানসভা কেন্দ্রের দূরত্ব অনেক। যেমন ধরে দেওয়া যাক এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। যেটা মালদা শহর কেন্দ্রিক। আবার একইভাবে পুরাতন মালদা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্র। মালদা শহর থেকে চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। একইভাবে হবিবপুর, গাজোল, রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রগুলিরও দূরত্ব রয়েছে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার। ফলে প্রতিদিনই প্রার্থীর প্রচারে ক্ষেত্রে জোর দিতে হচ্ছে দলীয় নেতৃত্বকে।

জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ এবং ১৬ মার্চ উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর প্রচারের সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে এই প্রচার হবে। প্রার্থী নিজে উপস্থিত থাকবেন। এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে পথসভা হবে। বুথ স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে আলোচনা সভা হবে। পাশাপাশি মিছিল, রোড-শো সবই এই নির্বাচনের প্রচারের মধ্যে কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, যেখানেই যাচ্ছি খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আমাকে এই কেন্দ্রের প্রার্থী করেছেন। যদিও মালদায় পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন আমার অনেক চেনা রয়েছে। নতুন করে কোনও জায়গা চেনার নেই। তবে দলের প্রতিটি স্তরের কর্মী, সমর্থক নেতা-নেত্রীদের নানান সমস্যার কথা শুনছি। সেগুলি সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি। নিজে একজন দলের সৈনিক হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করছি। আগামী ১৫ এবং ১৬ মার্চ দুই দিনের মধ্যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার, সভা, মিছিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নারীপাচারের অভিযোগে ধৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা: বিয়ে দেওয়ার নাম করে নারী পাচারের অভিযোগে মগরা থেকে ধৃত মহিলা।

১৬ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের বড়গাম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তারই তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বড়গামের সেন্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সখী নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের খোঁজে জানা যায় নারী পাচারের কথা। তদন্তে নামে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। পাঁচজনকে গ্রেপ্তারও করে। পাচার হওয়া এক মহিলার গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জইতুনের নাম সামনে আসে। বুধবারই কাশ্মীর থেকে দুই মহিলা পুলিশ কর্মী সহ ছয় সদস্যের পুলিশের একটি দল চলে আসে মগরায়। লোকাল থানার পুলিশের সঙ্গে মিলে হানা দেয় জইতুনের ডেরায়। ইসলামপাড়া থেকে জইতুন ও তাঁর সঙ্গী মহম্মদ ফিরোজকে গ্রেপ্তার করে। এদিনই ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়। দশদিনের ট্রানজিট রিম্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাশ্মীরে।

জইতুনের প্রতিবেশী মহম্মদ সাহবুদ্দিন বলেন, 'ও ঘটকালী করে জানতাম। অনেক মেয়েকেই কাশ্মীরে বিয়ে দিয়েছে। সেখানকার ছেলেরা মা-বাবার সঙ্গে আসত। টাকা দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যেত। কিন্তু, বিক্রি করার অভিযোগ আগে শুনিনি।' অভিযুক্তের স্বামী সুরেশ রায় জানাচ্ছেন, 'কী হয়েছে তিনি জানেন না। সবে বিহারের দেশের বাড়ি থেকে ফিরেছেন।'

'মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার উন্নয়নকে পাথেয় করেই প্রচুর ভোটে জয়লাভ করব'

মন্তব্য বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নরুল ইসলামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাদের ধন্যবাদ জানাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার উন্নয়নকে পাথেয় করেই প্রচুর ভোটে জয়লাভ করব বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান হাড়োয়ার বিধায়ক হাজি নরুল ইসলাম। এদিন সাংবাদিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বসিরহাট বিএসএস মাঠের পাশের স্কুলে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ মণ্ডল, রফিকুল ইসলাম সহ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতা নেত্রী ও কর্মীরা। ২০০৯ সালে বসিরহাট লোকসভা থেকে জয়ী হয়ে ছিলেন হাজি নরুল ইসলাম। এবার ২০২৪ এ দল আবার তাকে প্রার্থী করেছে। পাশাপাশি তিনি বর্তমানে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমানে হাড়োয়ার বিধায়ক হওয়ার ফলে এলাকায় যেমন পরিচিত মুখ তেমনি দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে তার সক্ষতা রয়েছে। সবদিক থেকেই তার জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে দলীয় কর্মীদের দাবি। এদিন তৃণমূল প্রার্থী আরও বলেন সন্দেশখালি এখন শান্ত। সন্দেশখালির মহিলারা কলকাতায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর সব ঠিক হয়ে গেছে। সন্দেশখালি তার জয়ের ক্ষেত্রে কোনও অন্তরায় হবে না। সন্দেশখালি সহ বসিরহাটের মানুষ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাংলার উন্নয়ন হবে না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। সিএএ কোনওই প্রভাব ফেলতে পারবে না এই লোকসভা নির্বাচনে। মানুষ বুঝে গেছে বিজেপির ভাঁওতাবাজি। মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে আছেন ফলে কোন মানুষই বেনাগরিক হবে না বলেই দাবি করেন হাজি নরুল ইসলাম।

দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু, নির্মীয়মাণ কোল ওয়াসারিতে কর্মবিরতি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম সুদর্শন মাজি (৩৯)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাঁওতালডিহির থানার উপরডি গ্রামে। প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধ্যায় রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামার বাঘড়াই চণ্ডীর মন্দিরের অদূরে আম বাগানের সামনে দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন রঘুনাথপুর ২ ব্লকের উপরডি গ্রামের বাসিন্দা তথা ঠিকা শ্রমিক সুদর্শন মাজি। প্রথমে তাঁকে বান্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক হওয়ার কারণে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বুধবার রাতেই স্থানান্তরিত করেন। এরপর রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে তাঁকে দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। দুর্গাপুর নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর বৃহস্পতিবার সকালে। এরপর তাঁর দেহটি রঘুনাথপুর থানা নিয়ে আসা হলে বৃহস্পতিবারই দেহটি পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য রঘুনাথপুর থানার পুলিশ।

এদিকে এই খবর সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারির নির্মীয়মাণ কারখানায় আসতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সারাদিন ধরে কারখানার সমস্ত ধরনের কাজ বন্ধ রেখে ওই কারখানার শ্রমিকরা সহ কর্মীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন পালন করে কর্মবিরতি পালন করলেন।

পিএম সুরজ পোর্টালের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করেন পিএম সুরজ নামক একটি পোর্টালের। এদিন ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানটি হয়। জানা গিয়েছে, এই পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন অনগ্রসর এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী গঠন করে যেখানে উদ্যোক্তাদের 'আত্মনির্ভর' এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য একটি অনুকরণীয় ঋণ সহায়তা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে 'পিএম সুরজ' নামে একটি পোর্টাল চালু করেছেন, যা ৩.৫ থেকে ৯ শতাংশ সুদের হারে এক লক্ষ উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউকো ব্যাংক সল্টলেকের জোনাল ম্যানেজার সুধীর ধর, বিশেষ অতিথি পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রণব কুমার বিশ্বাস, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের, ডিজিএম সন্দীপন আচার্য এবং হাওড়া এলডিএম সঞ্জয় কুমার প্রধান উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪৩০। জানা গিয়েছে, এছাড়া ঋণ অনুমোদিত চিঠি ৩০ জন সুবিধাভোগীকে বিতরণ করা হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: আগামী ২২ মার্চ কাটোয়া স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বর্ধমান টাউনহলে একটি প্রস্তুতি সভা করল পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, এই জনসভা হবে পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা নিয়ে। এদিন প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার বলেন, 'চিকিৎসক হিসেবে আমি রোগী দেখতাম, তার পরিধিটা কম ছিল। বৃহত্তর স্বার্থে আরও বেশি লোকজনের সেবা করার লক্ষ্যে এই রাজনীতিতে আসা।' জেতার বিষয়ে তিনি বলেন, 'জেতার সম্ভবনা খুবই বেশি আছে। লোকজন আমার সঙ্গে আছে। সকলের সঙ্গে আমি কথা বলে জানতে পারব তাঁদের চাহিদা কী আছে। মানুষ কোন জায়গায় কষ্টে আছে সবকিছু জানার পর তাঁদের সেই সমস্যার সমাধান করব।'

আবাসিক স্কুলে খাবারের বরাদ্দ বন্ধের অভিযোগ, চালুর দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আবাসিক স্কুলে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের খাবারের বরাদ্দ টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুনরায় তাদের খাবারের টাকা দেওয়া চালু করার দাবিতে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী জুমিত গাঁওতা পূর্ব বর্ধমান শাখা আউশগ্রাম -২ ব্লক আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। কয়েকশো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

সংগঠনের দাবি, সাহেবডাঙা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের একজনও শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনযায়ী, এখনও ৮ জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রয়োজন। অবিলম্বে বিজ্ঞান বিষয় সহ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। ২০০৫ সালের শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। অবিলম্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। পড়ুয়াদের মিল বাবদ মাসে ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দু' হাজার টাকা করতে হবে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি জানক হাঁসদা, সম্পাদক সুনীল কিস্কুর দাবি, হস্টেলে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল আসে। মূলত পড়ুয়াদের খাবারের টাকা থেকে সেটা দিতে হয়। বিদ্যুৎ বিলের টাকা আলাদা ভাবে দিতে হবে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। একাদশ শ্রেণিতে ১১ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। ওই পড়ুয়াদের খাবারের টাকা দিতে হবে। তাদের থাকার জায়গা আলাদা ভাবে নির্মাণ করতে হবে। হস্টেলে সকাল ও সন্ধ্যায় পড়ুয়াদের পড়ানোর জন্য অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অলচিকি লিপি সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাঁরা জানিয়েছেন, ব্লক প্রশাসন বিষয়গুলি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁদের।

সন্দেশখালির মহিলাদের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বীরভূম জেলা কমিটি বীরভূমের সিউড়িতে ডিএম অফিস অভিযানের ডাক দেয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যারা ডিএম অফিস চত্বরে মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে এলে ঢোকার মুখে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন এবং সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন। বিক্ষোভে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলা হয়।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মায়াপুর ইসকনের পরিক্রমায় যোগ দিতে এসে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন মায়াপুর জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে। মৃত যুবকের নাম বাপ্পা দেবনাথ (২২)। বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ, হাসপাতাল সংলগ্ন বাগানে পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, এদিন বেলা আনুমানিক দুটো নাগাদ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন পাঁচ যুবক। তাঁরা একসঙ্গেই জলে নামে ও কিছু সময় পর চারজন উঠে এলেও জলে প্রায় তলিয়ে যায় এক যুবক। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত সকলেও স্থানীয়রা খবর দেয় নবদ্বীপ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ ও ডুবুরি, ডুবুরিরা কিছু সময়ের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় ওই যুবককে। তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই যুবককে মৃত বলে জানান। ইস্কন পরিচালিত নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় সেবক হিসেবে পরিক্রমার সঙ্গে কাজে নবদ্বীপ এসেছিলেন ওই যুবক। তারপরেই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

আসানসোল কেন্দ্রের বাম প্রার্থী জাহানারা খান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হল। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হল জাহানারা খান। জাহানারা খান এর আগে ২০১১ ও ২০১৬ সালে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছিলেন। পেশায় শিক্ষিকা জাহানারা বর্তমানে সিপিএমের মহিলা সমিতির রাজ্য নেত্রী। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল লিখন শুরু করেন বামপন্থী কর্মীরা।

ট্রাক্টরের ফলায় পড়ে মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জমিতে লাঙ্গল করার সময় ট্রাক্টরের ফলায় পড়ে মৃত্যু হল ছেলের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুলিচক গ্রামে। জানা গেছে, মৃতের নাম আতিকুল মল্লিক। বয়স ৩০ বছর। জানা গেছে, তাঁর বাবা মুশারফ মল্লিক ট্রাক্টরে করে জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছিলেন। তখন ছেলে আতিকুল জমিতে গিয়েছিলেন। অসতর্কতাবশত বাবার চালানো ট্রাক্টরের ফলাতে ছেলের লুঙ্গি জড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাঁর দেহ। এলাকার মানুষ ছুটে গিয়েও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আরামবাগ থানার পুলিশ। তারা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, ২য় তল, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড বারাসত,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪।
এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।
বারাসত শাখা : AP00341086, AP00346413, AP00412946, AP00414368, AP00431443, AP00437724, AP00439216, AP00448217, AP00457237, AP00460010, AP00475903, AP00487458, AP00504636, AP00533348, AP00542911, AP00547108, AP00548854, AP00550012, AP00583483, AP00574894, AP00578125, AP00576656, AP00584853, AP00585054, AP00587203
ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, প্রথম তল, ৬ ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
ডালহৌসি শাখা : AP00315836, AP00430190, AP00440621, AP00487521, AP00495224, AP00505304, AP00533690, AP00538958, AP00586406
দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
দুর্গাপুর শাখা : AP00247960, AP00327915, AP00342696, AP00448528, AP00467440, AP00467819, AP00478661, AP00513500, AP00530742, AP00531300, AP00531305, AP00546587, AP00548063, AP00576404, AP00585596
গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
গড়িয়া শাখা : AP00351505, AP00371308, AP00502270, AP00558013, AP00559596, AP00577127, AP00579114, AP00595704, AP00608300
বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি ৮০,৩৭,৪২৭.০০ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে এবং ২১,৯৭,৫০৩.০০ টাকা টার্ম লোন অ্যাকাউন্টে। মোট বকেয়া : ১,০২,৩৪,৯৩০.০০ টাকা (এক কোটি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র) ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ১৪.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ মেসার্স ডব্লুআরসিইএল (অংশীদারী সংস্থা), অংশীদার(গণ) : ১. শ্রী সৌগত মুখার্জি এবং ২. সুজাতা মুখার্জি। উভয়েরই ঠিকানা : ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ - এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর পাওনা।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ডব্লুআরসিইএল (অংশীদারী সংস্থা) অংশীদার(গণ) : ১. শ্রী সৌগত মুখার্জি এবং ২. সুজাতা মুখার্জি উভয়েরই ঠিকানা : ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ ঋণগ্রহীগণ এবং অংশীদারগণ : ১. সৌগত মুখার্জি পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ ২. সুজাতা মুখার্জি, স্বামী- সৌগত মুখার্জি ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ জামিনদার /বন্ধকদাতা : প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (সম্প্রতি মৃত), জামিনদার এবং বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন : (ক) শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী), স্বামী- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (খ) শ্রী সৌগত মুখার্জী, পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (গ) শ্রীমতী সোনা ব্যানার্জি, পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকের ঠিকানা : ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা	দ্বিতল বিল্ডিং সহ জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের (বর্তমানে মৃত) নামে আছে, জামিনদার এবং বন্ধকদাতা তার আইনি উত্তরাধিকারী (ক) শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী), স্বামী- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) শ্রী সৌগত মুখার্জী, পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, (গ) শ্রীমতী সোনা ব্যানার্জি, পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, ঠিকানা: ১৮৬ (৩১২/১),রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা-আসানসোল, এডিএসআর -আসানসোল, মৌজা আসানসোল পৌরসভা, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৫৬৮৯ এর অন্তর্ভুক্ত, এলআর খতিয়ান ৩৩১১০, এলআর প্লট নং ৬৩২২ মোট এলাকার পরিমাপ - ৬.২ ডেসিমেল জমি এবং বিল্ডিং এবং এর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- সঞ্জয় শ'র বাড়ি, দক্ষিণে- অঞ্জনী ইমপেক্স, পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- এস কে ভার্মার সম্পত্তি দ্বারা।	৮০,৩৭,৪২৭.০০ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে এবং ২১,৯৭,৫০৩.০০ টাকা টার্ম লোন অ্যাকাউন্টে মোট বকেয়া : ১,০২,৩৪,৯৩০.০০ টাকা (এক কোটি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র) ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ১৪.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ৫৯,৫৭,০০০.০০ (*) (উনষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫,৯৫,৭০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50325223063 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

আরও বিশদ এবং শর্তাবলির জন্য, যোগাযোগ :অ্যাপকার গার্ডেন শাখা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৪.০৩.২০২৪ থেকে ১৫.০৩.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.০৩.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস ibapiop@@mstcecommerce.com, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / অংশীদার(গণ) / আইনি উত্তরাধিকার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৩.০৩.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভোটপ্রচারে শরদ পাওয়ারের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না অজিত

নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের

মুম্বই, ১৪ মার্চ: ভোটপ্রচারে কাকা শরদ পাওয়ারের নাম এবং ছবি ব্যবহার করতে পারবে না এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী। লোকসভা ভোটের আগে সাফ জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয় শীর্ষ আদালত বলছে, অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপির পুরনো প্রতীক 'ঘড়ি'ও ব্যাবহার করা উচিত নয়।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অজিত পওয়ার গোষ্ঠীকে নির্দেশ দিল, তাঁদের আদালতে লিখিত হলফনামায় জানাতে হবে ভোটপ্রচারের সময় কোনওভাবে শরদ পাওয়ারের নাম বা ছবি তাঁরা ব্যবহার করবে না। প্রত্যক্ষভাবে তো নয়ই, পরোক্ষভাবেও যেন শরদ পাওয়ারের নাম ও ছবি অজিত গোষ্ঠী ব্যবহার না করে, সেটা নিশ্চিত করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মৌখিক নির্দেশ, অজিত গোষ্ঠী যেন নিজেদের জন্য এনসিপির পুরনো প্রতীক 'ঘড়ি' ছাড়া অন্য কোনও প্রতীক বেছে নেয়। কারণ ঘড়ি প্রতীক ব্যবহার করলেও ভোটারদের বিভ্রান্ত করার একটা সম্ভাবনা থাকছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এনসিপিতে গোষ্ঠী কোন্দল চরমে পৌঁছয়। সদলবলে শরদ পাওয়ারের এনসিপি থেকে বেরিয়ে বিজেপির হাত ধরেন ভাইপো অজিত পাওয়ার। মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এনসিপির ৯ বিধায়ক। অজিত নিজে উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ক্ষুব্ধ শরদ অজিত শিবিরের একাধিক নেতাকে বরখাস্ত করেন। দাবি করেন, আসল এনসিপি তাঁরাই। বিষয়টি গড়ায় নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত।

নির্বাচন কমিশন গত ৬ ফেব্রুয়ারি জানিয়ে দিয়েছে, অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন শিবিরই আসল এনসিপি। 'এনসিপি' নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক 'ঘড়ি' ব্যবহারের অধিকার পাবে অজিতের গোষ্ঠী। কিন্তু শরদ গোষ্ঠীর অভিযোগ শুধু এনসিপি নাম এবং প্রতীক নয়, লোকসভার ভোটপ্রচারে এনসিপির অজিত গোষ্ঠী শরদ পাওয়ারের নাম এবং ছবিও ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্ত করা চেষ্টা করছেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই অজিত গোষ্ঠীকে শরদ পাওয়ারের নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল শীর্ষ আদালত।

বিজেপির দ্বিতীয় তালিকায় নেই একজনও মুসলিম প্রার্থী !

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকাতেও ব্রাত্য মুসলিমরা। প্রথম তালিকায় ১৯৫ জনের মধ্যে মুসলিম প্রার্থী ছিলেন একজন। দ্বিতীয় দফায় যে ৭২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে একজনও মুসলিম প্রার্থী নেই। সব মিলিয়ে গেরুয়া শিবির যে ২৬৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে মুসলিম সংখ্যা মোটে ১। অর্থাৎ বিজেপির প্রার্থী তালিকায় এবারেও উপেক্ষিত সংখ্যালঘুরা।

সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করা হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে যেসব সাংসদ বিষেদগার করেন, তাঁদের কিন্তু ছাড় দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভার প্রথম তালিকা থেকেই সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং, রমেশ বিধুরীদের মতো ঘৃণাভাষণে অভিযুক্ত সাংসদের টিকিট কাটা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় কাটা হল প্রতাপ সিমহা এবং অনন্ত হেগড়ের নাম। দিন দুই আগে এই অনন্ত হেগড়েই দাবি করেছিলেন, এবার বিজেপি ৪০০ আসন জিততে চায় যাতে দেশের সংবিধান বদলে ফেলা যায়। তার পরই তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। দুই তালিকা মিলিয়ে এ পর্যন্ত বিজেপি ৬৩ জন সাংসদের টিকিট কেটেছে। হিসাব বলছ, ইতিমধ্যেই বিজেপির ২১ শতাংশ সাংসদের টিকিট কাটা গিয়েছে। পরবর্তী তালিকাগুলিতে আরও একাধিক সাংসদের টিকিট কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হল, বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি যখন ৪০০ আসন পাওয়ার ব্যাপারে এত আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে, তখন এত সাংসদের টিকিট কাটা কেন? তাহলে কি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে ভয় পাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

ধাবায় বিল মেটানো নিয়ে ১৭ সেনাকর্মীকে বেধড়ক মার

চণ্ডীগড়, ১৪ মার্চ: পঞ্জাবে মানালি-রোপার সড়কের পাশে একটি ধাবায় এক মেজর জেনারেল এবং সঙ্গী ১৬ জওয়ানের উপর হামলার অভিযোগ। খাবারের বিল নিয়ে বচসার জেরে হেনস্তা করা হয় সেনাকর্মীদের। স্থানীয় ৩০-৩৫ জন যুবক লাঠি, লোহার রড দিয়ে জওয়ানদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে ধাবার মালিক এবং ম্যানেজারও রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রোপার জেলার ভারতগড়ের ওই ধাবার নাম 'অ্যালপাইন'। গত সোমবার রাত ৯টা নাগাদ হামলা হয় সেনাকর্মীদের উপরে। মানালি থেকে ফিরছিলেন লাদাখ স্কাউটের মেজর শচিন সিং কুন্তল এবং ১৬ জওয়ান। মাঝপথে খাওয়া দাওয়ার জন্য ঢুকেছিলেন ধাবায়। নির্বিঘ্নে খাওয়া মিটলেও বিল মেটানো নিয়ে বচসা শুরু হয় অ্যালপাইনের মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে। তাঁদের ডাকে নিমেষে ধাবায় জড়ো হয় ৩০-৩৫ জন যুবক। যাঁদের হাতে ছিল লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি। অভিযোগ লাঠি এবং লোহার রড দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয় মেজর এবং জওয়ানদের।

জওয়ানরা ইউপিআই মাধ্যমে বিল মেটাতে গেলে নগদের দাবি তোলে ধাবার মালিক ও ম্যানেজার। এমনকী অভিযোগ, অনলাইন বিল মেটানোর পরেও নগদ চাওয়া হয় তাঁদের কাছে। এর জেরে বচসার মধ্যেই ৩০-৩৫ জন যুবক উপস্থিত হন। ধাবার মালিকের ইশারায় তাঁরা বেধড়ক মারধর করে মেজর এবং জওয়ানদের। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ম্যানেজার, মালিক-সহ চারজনকে।

ভারতীয়দের ওপর হামলা, হিন্দু মন্দির আক্রমণের পিছনে রয়েছে বড় নাশকতা

দাবি আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের

ওয়াশিংটন, ১৪ মার্চ: আমেরিকার মাটিতে বসেই চলছে ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতার ছক! চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি মার্কিন প্রশাসন।

গত কয়েকমাস ধরে একের পর এক ভারতীয়র উপর হামলা হয়েছে মার্কিন মুলুকে। আক্রমণ হয়েছে অন্তত ১১টি হিন্দু মন্দিরে। সান ফ্রান্সিস্কোর ভারতীয় দূতাবাস পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। ভারতীয় কূটনীতিকদেরও বারবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমন একাধিক ঘটনা ঘটে গেলেও কার্যত হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে মার্কিন প্রশাসন। কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরপর এমন ঘটনার জেরে মার্কিন মুলুকে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আমেরিকায় বসবাসকারী বিশিষ্ট ভারতীয়রা। সুখি চাহাল নামে এক শিখ নেতা বলেন, খলিস্তানিরা যেভাবে হিন্দু মন্দিরে হামলা করছে, স্কুল-অফিসের সামনে আপত্তিকর ব্যানার টাঙাচ্ছে- সেগুলো খুবই চিন্তার কারণ। বিশেষ করে গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের মতো খলিস্তানি নেতা যেভাবে বারবার ভারত বিরোধী বার্তা দিচ্ছেন, উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত মার্কিন প্রশাসনের। বিশিষ্ট ভারতীয়দের অভিযোগ, মন্দিরে হামলার পরে স্থানীয় পুলিশের দ্বারস্থ হলেও কোনও লাভ হয়নি।

তবে মার্কিন প্রশাসনের দাবি, আমেরিকার মাটিতে খলিস্তানি কার্যকলাপ নিয়ে কিছুই জানা নেই তাঁদের। তাছাড়াও পর্যাপ্ত অর্থের অভাব আর অন্যান্য ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত থাকার কারণে মন্দিরে হামলার বিষয়গুলো নিয়ে পদক্ষেপ করা যায়নি। তবে ভারতীয়দের সঙ্গে বৈঠকের পরে একগুচ্ছ আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁদের কথায়, খলিস্তানি আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। এই ক্ষেত্রে ভারতীয়রা সাহায্য করলে তাঁদের কাজে সুবিধা হতে পারে।

রাশিয়ার ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে নাভালনির মৃত্যু

মস্কো, ১৪ মার্চ: বিরোধী রুশ নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর পর থেকে সরগরম রাশিয়ার রাজনীতি। নাভালনির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই দিকে দিকে উঠেছিল পুতিন বিরোধী স্লোগান। সেদেশের একাধিক শহরে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। যা কড়া হাতে দমন করেছিল মস্কো। এ নিয়ে পুতিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন রুশ নাগরিকরা। এই আবহেই রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাঁর আগে জনগণের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন পুতিন।

আগামী ১৫ থেকে ১৭ মার্চের মধ্যে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিশ্লেষকদের মতে, এই ভোটপ্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে নাভালনির মৃত্যুর ঘটনা। এ নিয়ে কি চিন্তিত পুতিন? রুশ সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ভিডিও বার্তায় রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সকলের একত্রিকরণ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সকলে মিলে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। প্রত্যেকটা ভোট আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমি চাই আপনারা এই ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন। নিজেদের ভোটাধিকারের অধিকারকে অনুভব করুন। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের মার্চে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশের মসনদে বসেন পুতিন। শুরু হয় এক নতুন জমানার। তার পর থেকেই তিলে তিলে 'ব্র্যান্ড পুতিন' গড়ে তোলেন রুশ রাষ্ট্রনেতা। এই বছরের নির্বাচনে পুতিনের জেতা একপ্রকার প্রায় নিশ্চিত। ভোটে জিতলে আগামী ছয় বছরের জন্য ক্ষমতার রাশ থাকবে তাঁর হাতেই। এ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে আজীবনই রাশিয়ার মসনদে থাকতে চান পুতিন। কাজেই এই নির্বাচন নিয়মরক্ষারই হবে বলে দাবি তাঁদের। বলে রাখা ভালো, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রুশ জেল কর্তৃপক্ষ নাভালনির মৃত্যুর খবর জানায়। তার পর থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে রাশিয়ার রাজনীতি। 'পুতিন-বিরোধী' নেতার মৃত্যুর কারণ নিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় নাভালনির পরিবার।

টিকা নেওয়ার পরও জলাতঙ্কে মৃত্যু তরুণীর

মুম্বই, ১৪ মার্চ: জলাতঙ্কের সব টিকা নেওয়ার পরেও মৃত্যু হল এক তরুণীর। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, তরুণীর নাম সৃষ্টি শিন্ডে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি কাজে যাচ্ছিলেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর ফোন আসে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন সৃষ্টি। আচমকাই একটি পথকুকুর এসে তাঁর পায়ে কামড় বসিয়ে দেয়।

সে দিন প্রাথমিক চিকিৎসা করান সৃষ্টি। তার পর জলাতঙ্কের চিকিৎসাও করান। সৃষ্টির পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, জলাতঙ্কের মোট পাঁচটি টিকা নিয়েছিলেন। সেই কোর্স শেষ হওয়ার পর তাঁর জ্বর আসে। শুধু তাই-ই নয়, সৃষ্টির পরিবারের আরও দাবি, দু'পায়ের শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সৃষ্টিকে। সেখানে তাঁর নানা রকম পরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সৃষ্টিকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। হাসপাতাল সূত্রে দাবি করা হয়েছে, পরীক্ষার যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, জলাতঙ্কে আক্রান্ত সৃষ্টি। সেখান থেকে তাঁকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে খবর, জলাতঙ্কের টিকার কোর্স শেষ হওয়ার তিন দিন পরেই মৃত্যু হয় সৃষ্টির। আর এই ঘটনাই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, টিকা দেওয়ার পরেও কী ভাবে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হলেন তরুণী, তা হলে কি যে টিকা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ভুয়ো ছিল, না কি টিকা ঠিক মতো কাজ করেনি।

ইউক্রেনের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি অস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১৪ মার্চ: ফের ইউক্রেনর জন্য বড় অঙ্কের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করল আমেরিকা। একদিকে পুতিনের পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি। অন্যদিকে কিয়েভের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি। এই দুটি বিষয়কে উপেক্ষা করেই ফের মিত্রদেশের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াল ওয়াশিংটন। দু'বছর পেরিয়েও জারি রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আমেরিকার অস্ত্রবলেই রণক্ষেত্রে রুশবাহিনীকে পালটা মার দিচ্ছে ইউক্রেনীয় ফৌজ।

সূত্রে খবর, ইউক্রেনের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি অস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের তরফে। চলতি মাসের শুরুতে ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় আঘাত হেনেছিল রাশিয়া। সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২ শিশু-সহ ৮ জনের। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন, সঠিক সময় অস্ত্র পেলে এই হামলা ঠেকানো যেত। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সামরিক প্যাকেজ দেওয়ার কথা বলা হল।

এদিকে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেছেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা এবং প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। ইউক্রেন যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর আশঙ্কা প্রকাশ করে বাইডেন বলেন, মিসাইল, গোলাবারুদের এই সরবরাহ কিয়েভের জন্য যথেষ্ট নয়। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলো ফুরিয়ে আসবে। ফলে যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়ার কাছে পরাজয় ঘটবে ইউক্রেনের। খুব বেশি দেরি হওয়ার আগে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। পুতিনের কার্যকলাপ ইউরোপ, আমেরিকা-সহ গোটা দুনিয়াকে বিপদে ফেলবে।

বলে রাখা ভালো, আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বকে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। তাঁর হুঙ্কার, আমেরিকা যদি লড়াইয়ের ময়দানে সেনা পাঠায় তাহলে তা পরমাণু যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া হবে। আমরা তার জন্য প্রস্তুত। রণক্ষেত্রে আমেরিকা যেভাবে ইউক্রেনকে সাহায্য করছে তা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না মস্কো। অন্যদিকে, বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে ওয়াশিংটনের অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতিতে জেরবার বাইডেনের দেশ। ফলে দু'দেশের যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য বন্ধের পক্ষেই সওয়াল করছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 1 no. development work under **Fund 5th FC** vide **NIeT No.: 68/BGP/2024, Date: 14/03/2024.** Tender has been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

SFDC Ltd Invites E-auction NIeA Number: SFDC/MD/e Auction-01(e)/2023-24for sale of 10 MT marketable Pangus fishes (above 500gram) in 5 LOTS (each lot comprises 2 MT) from cage culture project site at Kangsabati Reservoir, Bankura during the year 2023-24 Start date and End date of Technical Proposal Submission are 16.03.24 and 27.03.24 respectively. Please visit www.wbsfdcltd.com or https://eauction.gov.in/eAuction /app for details.

ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for Construction of 4 no.BP road (nit 17, 18), 2 no. Concrete road (nit 18) & 2 no. Sinking of tube well (NIT-19). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs.293500.00, each bp & cc raod, 193180.00 (2 no.) respectively. The last bid submission date is **21.03.2024 till 01:00 PM.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী নং-৩
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/০৪-২০২৪ তারিখ ১১.০৩.২০২৪- এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। (১) টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬.০৩.২০২৪ দুপুর ৩টার পরিবর্তে ০২.০৪.২০২৪ দুপুর ৩টা পড়তে হবে এবং (২) বিডিং শুরুর তারিখ ১২.০৩.২০২৪-এর পরিবর্তে ১৯.০৩.২০২৪ পড়তে হবে। টেন্ডারটি অপরিবর্তিত থাকবে এবং বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/007/AE/B-III/23-24, Date: 14.03.2024
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Wbsite i.e. www.myhmc.in & wbtenders.gov.in. Bid submission starting date: **14.03.2024 at 06.00 P.M. (On-Line).** Bid submission closing date : **26.03.2024 at 06.00 P.M. (On-Line).**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-III, H.M.C.

TENDER
"Tender is invited from empanelled Architects & Engineers within 14 days of advertisement, for sanction of (G+4 storied) HIG building plan at Plot. no. AA-IIB/3409, Prem. no. 128-0568, New Town from N.K.D.A. for Gananik Co-operative Housing Society Ltd. to our contact no: **9836783985"**
Sd/- Secretary
Gananik Co-Operative Housing Society Ltd.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী নং-৪
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/০৪-২০২৪ তারিখ ১৪.০৩.২০২৪-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। (১) পরিবর্তিত আইটেমঃ ফিল্ডের নাম- টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স ২.৩ ও ১.৪; শিডিউল-বি আইটেম-১ আইটেম বিবরণ; শিডিউল আইটেম-৭ আইটেম বিবরণ; শিডিউল বি আইটেম-৮ আইটেম বিবরণ। (২) সংযোজিত নতুন আইটেমঃ নথির বিবরণ– বিডারের জন্য ব্যাখ্যা; প্রি-বিড পরবর্তী আপডেটেড টেন্ডার নথি; ডিপিআইআইটি লেটার্স; স্টেশন তালিকা (৩) বিয়োজিত আইটেমঃ ফাইলের নাম– টেন্ডার ডক্যুমেন্ট। টেন্ডার বন্ধের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে এবং বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং আপলোডিং-এর তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-১৪এলডব্লু-ওটিআর-২৪, তারিখ ১৩.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ৩টের সময় খোলা হবে ঃ কাজের নামঃ সিএনসি সারফেস হুইল লেদ মেশিন (১৪এলডব্লু), মডেল নং-এসডব্লুএল-৪২, নির্মাতা-এইচওয়াইটি-এর এককালীন মেরামত। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ১৮% হারে জিএসটি সমেত ১৯,৭০,৬০০ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৩৯,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টেয়। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং বিশদ ঃ www.ireps. gov.in আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-1235)

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-64/2023-24** for **"Construction of Single Unit Medicine Shop in the Premises of UPHC-I at Sasthitala more near Karimpur Bus-Stand in Ward No. 20 under Krishnanagar Municipality."** & **WBMAD/ULB/KRISHNA NAGAR/NIT-48/3rd CALL/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage in Ward No. 22 & 13 within Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2024_MAD_685586_1,2024_MAD_685934_1 &2024_MAD_685934_2.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
WBMAD/BASIR/E-22 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Engagement of Manpower Agency for providing different categories of personnel at the Health Department of Basirhat Municipality under various Schemes. Tender Start Date: **14.03.2024 at 9.00 am**. Closing Date: **10.04.2024 upto 4.00 pm.** For more information, visit: **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T No- WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-33/2023-2024
Memo No:- 3545/BM/2023-2024
Dated. 13-03-2024
Name of the Work- In 8 no Different Type of civil work in Ward No- 19, 20 & 21.
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-34/2023-2024
Memo No:- 3546/BM/2023-2024
Dated. 13.03.2024
Name of the Work- In 1 no of civil work in Ward No-1.
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-35/2023-2024
Memo No:- 3554/BM/2023-2024
Dated. 13.03.2024
Name of the Work- In 2 no of civil work in Ward No- 20 & 21.
Last Date of Submission 13.04.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T No- WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-36/2023-2024
Memo No:- 3573/BM/2023-2024
Dated. 14.03.2024
Name of the Work- In 1 no Different Type of civil work in Ward No- 3.
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-37/2023-2024
Memo No:- 3574/BM/2023-2024
Dated. 14.03.2024
Name of the Work- In 1 no of civil work in Ward No-4.
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/BMS/NIT-38/2023-2024
Memo No:- 3580/BM/2023-2024
Dated. 14.03.2024
Name of the Work- In 2 no of civil work in Ward No- 03 & 04.
N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-20(2nd Call)/2023-2024
Memo No.- 3579/BM/2023-2024
Dated : 14.03.2024
Name of the Work – In 1 no of civil work in Ward No. 17.
Last Date of Submission 15.04.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
WBMAD/BASIR/E-21 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 nos. various works within Basirhat Municipal Area. Tender Start Date : **14.03.2024 at 9.00 am**.Closing Date: **10.04.2024 upto 4.00 pm**. For more information, visit: **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-112/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_685389_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/-
Exe. Engr., ADDA, Durgapur

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
WBMAD/BASIR/E-12 OF 2023-24 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 3 nos. various works within Basirhat Municipal Area. Tender Start Date: **14.03.2024 at 9.00 am**. Closing Date: **10.04.2024 upto 4.00 pm**. For more information,visit : **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/39/2023-2024 তারিখ : ১২.০৩.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড ডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-হাওড়া পুর নিগমের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢাকা দেওয়ার স্ল্যাব সহ নিকাশি নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য একই ধরনের কাজে অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্য বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগ/www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৪.০৪.২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩০৯(৩)/২৩-২৪
১৪.০৩.২৪
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

আট বছরের খরা কাটিয়ে এ বছর রঞ্জি ট্রফি জিতেছে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি জেতায় দ্বিগুণ পুরস্কার পাচ্ছেন অজিঙ্ক রাহানে, শার্দূল ঠাকুরেরা। আট বছরের খরা কাটিয়ে এ বছর রঞ্জি ট্রফি জিতেছে মুম্বই। পুরস্কারমূল্য হিসাবে ৫ কোটি টাকা পেয়েছেন তাঁরা। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য আরও ৫ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সচিব অজিঙ্ক নায়েক জানিয়েছেন, রঞ্জিতে দল ভাল খেলায় এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। একটি বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, অমুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অমোল কালে ও অ্যাপেক্স কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুম্বইয়ের রঞ্জি জয়ী দলকে পুরস্কার হিসাবে আরও ৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এই বছর মুম্বই সাতটি ট্রফি জিতেছে। ভারতের ঘরোয়া সব ক'টি প্রতিযোগিতার নক আউটে খেলেছে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মুম্বই দলের কোচ ওঙ্কার সালভি। তিনি বলেন, তক্রিকেটারেরা এখন খেলার বাইরে অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় একেবারেই পায় না। ফলে অনেকেই আর্থিক সমস্যায় পড়ে। মুম্বই সংস্থা ক্রিকেটারদের আর্থিক দিকটা দেখছে। এই ধরনের সাহায্য করলে ক্রিকেটারেরা শুধু খেলার দিকেই মন দিতে পারবে। এতে রাজ্য সংস্থা ও সর্বোপরি ভারতীয় ক্রিকেটের লাভ হবে।

অন্যান্য রাজ্য সংস্থাকেও মুম্বইকে দেখে শেখা উচিত বলে মনে করেল সালভি। তিনি বলেন, তপেশাদার ক্রিকেটারদের আর্থিক দিকটাও দেখতে হবে। সেটা দেখার দায়িত্ব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার। যে সংস্থা এটা ভাল ভাবে করবে তারা সুফল পাবে। মুম্বই যে কাজটা করছে সেটা বাকিদেরও করা উচিত। তা হলে সব রাজ্য থেকে আরও ভাল ভাল ক্রিকেটার উঠে আসবে। তাতে প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হবে। সেটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন হবে।

একের পর এক চোট আইপিএলে অনিশ্চিত!

তার পরেও রঞ্জি জিতে নাচলেন কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। বুধ এবং বৃহস্পতিবার ফিল্ডিং করতে পারেননি তিনি। আইপিএলে শুরু থেকে খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর মাঝেই শ্রেয়সের নাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল সমাজমাধ্যমে। রঞ্জি জেতার পরেই নাচতে দেখা যায় তাঁকে।

বৃহস্পতিবার রঞ্জি ফাইনালে বিদর্ভকে ১৬৯ রানে হারিয়ে দেয় মুম্বই। লড়াই করেও হার বাঁচাতে পারেনি বিদর্ভ। ৪২তম বার রঞ্জি জিতল মুম্বই। সেই দলের হয়ে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেলেন শ্রেয়স। ফাইনালের দ্বিতীয় ইনিংস ছাড়া রান পাননি তিনি। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর তাঁকে রঞ্জি খেলতে বলেছিল বোর্ড। কিন্তু প্রথমে রঞ্জি খেলতে রাজি হননি তিনি। চোট

রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। যদিও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি শ্রেয়সকে সুস্থ বলে দেয়। এর পর প্রায় বাধ্য হয়েই রঞ্জি খেলার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স। কিন্তু তাঁকে বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে দেয় বোর্ড।

মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ রান করেছিলেন শ্রেয়স। ইনিংস চলার মাঝেই দু'বার ফিজ়িয়োকে ডাকেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, যেখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল গত বছর, সেই পুরনো চোটের জায়গাতেই আবার ব্যথা করছে তাঁর। আইপিএলে আর ৯ দিন পরেই প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে কেকেআর। তার আগে এই খবর মোটেই আশাপ্রদ নয়।

রঞ্জি ফাইনালে দিন ফিল্ডিং করতে পারেননি শ্রেয়স। তাঁকে স্ক্যানের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুম্বই দলের এক সূত্র বলেছেন, তশ্রেয়সের চোট দেখে ভাল মনে হচ্ছে না। পিঠের একই জায়গায় ব্যথা করছে ওর। আগের থেকেও ব্যথা বেড়েছে। রঞ্জি ফাইনালের পঞ্চম দিনেও ওর ফিল্ডিং করতে নামার সম্ভাবনা কম। আইপিএলের শুরুর দিকে কয়েকটা ম্যাচে না-ও খেলতে পারে ও।

শামির বদলি খোঁজার কাজ শুরু, কাকে সামনে রেখে এগোচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার জন্য এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা তিনটি সিরিজ জিতে হ্যাটট্রিকের বাসনাও রয়েছে। সে কথা ভেবেই মহম্মদ শামির বিকল্প পেসার খোঁজার রাস্তা শুরু করে দিয়েছে বোর্ড। জোরে বোলিংয়ের জন্য উমরান মালিকের সঙ্গে চুক্তি করা তারই একটা ধাপ বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

যে পাঁচ পেসারকে জোরে বোলিংয়ের চুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার একজন উমরান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জোরে বোলিং কাজে লাগবে। যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজ তো রয়েছেনই। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর শামি কতটা সুস্থ থাকবেন তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ রয়েছে। তাই উমরানকে বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে। দ্রুত গড়েপিটে নেওয়ার কাজ চলছে।

সে কারণেই বোর্ডের তরফে জম্মু ও কাশ্মীর সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উমরানকে বেশি করে ম্যাচ খেলানোর। এ মরসুমে রঞ্জিতে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন উমরান। গতি কাজে লাগিয়ে উইকেটও পেয়েছেন। তাঁকে লাল বলের ক্রিকেটে আরও বেশি খেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, তউমরানের মধ্যে একটা বিরল দক্ষতা রয়েছে। টানা দেড়শো কিলোমিটারে বল করতে পারে। বাকি দক্ষতাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করে ফেলবে। তবে আপাতত ধারাবাহিক ভাবে জোরে এবং অনেকটা সময় ধরে বল করা দরকার।

বোর্ডের চুক্তির কারণে যে কোনও সময় জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) গিয়ে অনুশীলন করতে পারবেন উমরান। কিছু অর্থও পাবেন বোর্ডের থেকে। তাঁকে দীর্ঘ সময়ের জন্যই ভাবছে বোর্ড। একই কথা প্রযোজ্য আকাশ দীপ, বিজয়কুমার বিশাখ, বিদ্বার্থ কাবেরাপ্পা এবং যশ দয়ালের জন্য।

ব্যাটে রান নেই রাহানের, তবুও নিজেকে সব থেকে খুশি মানুষ মনে করছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের রঞ্জিতে ৮ ম্যাচে মাত্র ২১৪ রান করেছেন অজিঙ্ক রাহানে। কখনও রঞ্জিতে এত কম রান করেননি ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া ব্যাটার। জীবনের সব থেকে খারাপ রঞ্জি মরসুম শেষেও নিজেকে সব থেকে সুখী মানুষ মনে করছেন রাহানে। তার কারণ অবশ্যই মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়। সেটাও আবার রাহানের নেতৃত্বেই।

বিদর্ভের বিরুদ্ধে ১৬৯ রানে জিতল মুম্বই। কিন্তু ২১৪ রান করা রাহানে মুম্বইয়ের রান সংগ্রাহকের তালিকায় নবম স্থানে। তবে ফাইনালে রাহানে ৭৩ রান না করলে মুম্বই চাপে পড়তে পারত। মুশির খানের সঙ্গে ১৩০ রানের জুটি গড়েছিলেন তিনি। রাহানে বলেন, তদলের হয়ে সব থেকে কম রান বোধ হয় আমি করেছি। কিন্তু আমি সব থেকে সুখী

আমি খুশি। সাজঘরে এই আবহ থাকাটা প্রয়োজন। এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের একটা মুহূর্ত।

আট বছর পর রঞ্জি ট্রফি জিতল মুম্বই। ৪২তম বার এই ট্রফি জিতল তারা। রাহানে বলেন, তগত বছর আমরা এক রানের জন্য নক আউটে উঠতে পারিনি। দলে আমাদের সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে হত। সকলকে ফিট হতে হবে। এই মন্ত্র ছিল আমাদের। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা আমাদের সব রকম ভাবে সাহায্য করেছে।

মুম্বই জিতলেও বিদর্ভের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন রাহানে। তিনি বলেন, তবিদর্ভের লড়াইয়ের প্রশংসা করতে হবে। ৫৩৮ রান তাড়া করতে নেমে ওরা হাল ছেড়ে দেয়নি। লড়াই করেছে।

কেরলকে চার গোল দিয়েও খুশি নন হাবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বিতে জিতেও তিনি খুশি হতে পারেননি দলের দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্সে। কেরলের মাঠে তাদের চার গোল দিয়েও অখুশি মোহনবাগানের কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। এ বার তাঁর চিন্তা দলের সুযোগ নষ্ট। যে ভাবে কেরলের বিরুদ্ধে সুযোগ নষ্ট করেছেন জেসন কামিংস, আর্মান্দো সাদিকুরা, তা খুশি করতে পারেনি হাবাসকে। তাঁর মতে, অন্তত সাত গোল দেওয়া উচিত ছিল। তিন গোল খাওয়া নিয়েও খুশি নন তিনি।

বুধবারের জয় নিয়ে এ বারের আইএসএলে টানা আটটি ম্যাচে অপরাজিত মোহনবাগান। ছ'টি জিতেছে। পাশাপাশি টানা চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচে অপরাজিত রইল তারা। যার মধ্যে তিনটি জিতেছে। এ মরসুমে অ্যাওয়ে ম্যাচে সপ্তম জয় পেল তারা।

ম্যাচের পর হাবাস বলেছেন, তআমাদের আরও তিন গোল করা উচিত ছিল। জেসন, লিস্টন গোলের ভাল সুযোগ পেয়েছিল। পাশাপাশি আমরা যখন একটানা আক্রমণে ওঠার সময় রক্ষণে অনেক ফাঁকা জায়গা থেকে যাচ্ছিল। প্রতিপক্ষ কাজে লাগাতেই পারত। ছেলেদের বলব, ভবিষ্যতে বিপক্ষকে ফাঁকা জায়গা না দেওয়ার চেষ্টা করতে।দ

গোলপার্থক্যে উন্নতি করার জন্য তিনি যে ম্যাচটা ৪-০ জিততে চেয়েছিলেন, তা জানিয়ে হাবাস বলেছেন, তকেরল ম্যাচ কঠিন হবে জানতাম। উল্টো দিকে একটা ভাল দল। সমর্থকদের প্রচণ্ড চিৎকার। তার উপর, তিন দিন আগেই ডার্বি খেলে লম্বা সফর করে এখানে এসেছি। এই অবস্থায় এ রকম একটা ম্যাচ খেলা

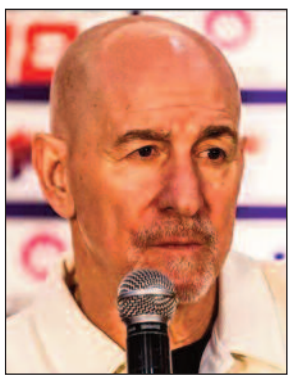

মোটেই সোজা ছিল না। আমাদের গোলপার্থক্য ভাল আছে ঠিকই। তবু আজকের ম্যাচটা ৪-০ জিততে চেয়েছিলাম। তবে তিন পয়েন্ট পাওয়াটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।দ

বুধবার সাদিকু এবং কামিংস দু'জনেই গোল করেছেন। গোল পাচ্ছেন দিমিত্রি পেত্রাতোসও। তিন বিদেশি স্ট্রাইকারই গোলের মধ্যে থাকায় হাবাস খুশি। বলেছেন, তআমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি, গোলও পেয়েছি। তিন স্ট্রাইকারেরই গোলের মধ্যে থাকাটা দলের পক্ষে ভাল। কখন কার চোট-আঘাত বা কার্ড-সমস্যা হয় ঠিক নেই। দিমি, জেসন, সাদিকু তিন জনেই ভাল খেলায় আমি খুশি।

কেরলের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করা আলবেনিয়ার সাদিকুকে নিয়ে হাবাস বলেছেন, তসাদিকু খুবই ভাল খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে দিমিত্রি, জেসনকে একসঙ্গে খেলাতে পারলে ভালই হত। সেই উপায় নেই। তাই ওদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলাচ্ছি যাতে প্রত্যেকে সমান সময় পায়। কাজটা মোটেই সোজা নয়।

'টেস্ট ক্রিকেটটা বিমানের রানওয়ে নয়', বাজবল নিয়ে খোঁচা অশ্বিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ড সিরিজ়ে তিনি নজর কেড়েছেন বার বার। টেস্টে ৫০০ উইকেট যেমন নিয়েছেন, তেমনই ১০০টি টেস্টও খেলে ফেলেছেন। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের 'বাজবলের' প্রশংসা করেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টেস্ট সিরিজ় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন অশ্বিন।

অশ্বিনের মতে, সিরিজ়ের শুরুটা যে ভাবে করেছিল ইংল্যান্ড সেই ছন্দ নিজেদের দোষেই ধরে রাখতে পারেনি তারা। বলেছেন, তইংল্যান্ড ১-৪ হারার পর অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। তবে আমার মতে, সিরিজ়ে অনেক বার আমরা চাপে পড়েছে। কোনও দল ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারলে সাফল্য পেতে সমস্যা হয় না।

এর পরেই ইংল্যান্ডকে কটাক্ষ করে বলেছেন, তরানওয়েতে যে ভাবে বিমান দৌড়য়, ততটা মসৃণ ভাবে টেস্ট ক্রিকেট বা ক্রিকেটের কোনও ফরম্যাটই খেলা যায় না। শুরু থেকে পেডালে চাপ দিয়ে গাড়ি চতুর্থ গিয়ারে নিয়ে গেলে মুশকিল। ইংল্যান্ডের লোকেরা মসৃণ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত। কেউ দুমদাম সামনে চলে আসে না। কাউকে ওভারটেক করতে হয়। তাই অপ্রত্যাশিত কোনও কিছুর মুখোমুখি না হওয়া ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। যখনই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, ওদের সামলাতে পারে না।দ

তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, তভারতে শুরু থেকেই আপনি চতুর্থ গিয়ারে গাড়ি চালাতে পারবেন না। আমাদের সব সময় একটা পা ব্রেকে রাখতে হয়। এই ধারণাই ওদের নেই। শুরুটা ভাল করলেও সেটা ধরে রাখতে পারে না।

টাকা নেই! কথা দিয়েও সুনীলদের বিশেষ বিমানে খেলতে পাঠাতে পারবে না ভারতীয় ফুটবল সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কথা দিয়েছিলেন কল্যাণ চৌবে। সাত দিন আগে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) সভাপতি বলেছিলেন যে ভারতের ফুটবল দলকে চার্টার্ড বিমানে খেলতে পাঠানো হবে। সাত দিন পরেই নিজেদের কথা থেকে সরে দাঁড়াল সংস্থা। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ বিমানে চেপেই যেতে হবে সুনীল ছেত্রী, ইগর স্তিমাচদের।

২১ মার্চ সৌদি আরবের আভাতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা রয়েছে ভারতের। সেই ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দলকে চার্টার্ড বিমানে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল এআইএফএফ। একটি বিবৃতিতে কল্যাণের নাম করে জানানো হয়েছিল, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ফুটবলারদের ধকল কমাতে চার্টার্ড বিমানের বন্দোবস্ত করা হবে। কিন্তু নিজেদের কথা থেকে সরে দাঁড়াল সংস্থা।

হঠাৎ কেন সুর বদল? সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৪০ জনের দলকে চার্টার্ড বিমানে পাঠানোর খরচ অনেক বেশি। সেই ধরনের বিমানও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ফুটবলারদের সাধারণ বিমানে যেতে হবে। শুক্রবার দিল্লি থেকে প্রথমে জেড্ডা যাবেন তাঁরা। সেখানে বিমান বদলে আভা যেতে হবে।

তবে একসঙ্গে সব ফুটবলার যেতে পারবেন না। প্রথম ব্যাচ শুক্রবার বেরিয়ে পড়বে। এফসি গোয়া ও বেঙ্গালুরু এফসির যে ফুটবলারেরা জাতীয় দলে রয়েছেন, তাঁরা নিজেদের ম্যাচের পরে বিমান ধরবেন।

ফিরল পন্থের স্মৃতি! গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত লাহিরু তিরিমানে। কোনও মতে প্রাণে বাঁচলেন তিনি। লরির ধাক্কা লাগে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারের গাড়িতে। সেই গাড়িতে আরও তিন জন ছিলেন। চার জনেই হাসপাতালে ভর্তি। সেই সঙ্গে ওই লরির চালক এবং আরও এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরায়। পুলিশ জানিয়েছে বুধবার সকাল ৭.৪৫ নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শ্রীলঙ্কার ব্যাটার ২০২২ সালে শেষ বার দেশের হয়ে খেলেছেন। লেজেন্ড ক্রিকেট ট্রফি খেলছিলেন লাহিরু। নিউ ইয়র্ক সুপার স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলছিলেন তিনি। কোনও মতে বেঁচে গিয়েছেন লাহিরু। সুপার স্ট্রাইকার্সের তরফে জানানো হয়েছে, তলাহিরু এবং তাঁর পরিবার গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন।

একটি মন্দিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁরা এখন ঠিক আছেন। আপাতত লাহিরু এবং তাঁর পরিবারের সুস্থ হতে সময় লাগবে। আপনারা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করুন।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ২০১০ সালে অভিষেক হয় লাহিরুর। ৪৪টি টেস্ট, ১২৭টি এক দিনের ম্যাচ এবং ২৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন। টেস্টে তিনি ২০৮৮ রান করেছিলেন। এক দিনের ক্রিকেটে করেছিলেন ৩১৯৪ রান। টি-টোয়েন্টিতে করেছিলেন ২৯১ রান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাতটি শতরান করেছিলেন লাহিরু। গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি।

০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ক্রিকেটারের মাথা, পিঠ এবং হাঁটুতে চোট লেগেছিল। এত দিন মাঠের বাইরে ছিলেন পন্থ। আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। বোর্ড জানিয়েছে পন্থ সুস্থ। তিনি আইপিএল খেলবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**